তরণী বিহার

—তিন অঙ্ক নাটক—

রচয়িতা——বৈষ্ণব দাসানুদাস——
শ্রীরাধামোহন দাস

শ্রীগোপাল দাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যারত্ন
কর্তৃক অলঙ্কৃত

শ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বহু বল্লভ গোস্বামী কবিরত্ন
কর্তৃক সংশোধিত।

মূল্য ছয় আনা

নিম্নলিখিত— নাটকাবলি মুদ্রনের

সম্ভাবনা......

মিলন	কালীয়দমন
দামোদর	স্মরণ
কুরুক্ষেত্র মিলন	বসন্তোৎসব
প্রেমের ঠাকুর	বারাঙ্গনা উদ্ধার

প্রাপ্তিস্থান— কালা বাবু কুঞ্জ, বংশীবট– বৃন্দাবন।

শ্রীমতি গিরিবালা দাসীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত–

মুদ্রক— শ্রীরাধাপদ গোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেস বৃন্দাবন।

তরণী বিহার

—তিন অঙ্ক নাটক—

রচয়িতা—— বৈষ্ণব দাসানুদাস——

শ্রীরাধামোহন দাস

শ্রীগোপাল দাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত

শ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বহু বল্লভ গোস্বামী কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সংশোধিত

মূল্য ছয় আনা

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan Mathura

Nityanand Baba Ashram

শ্রীপ্রিয়াচরণদাস বাবাজী মহারাজ কর্তৃক স্থাপিত
শ্রীঅভিরাম-গ্রন্থালয় থেকে প্রাপ্ত।
চক্লেশ্বর, গোবর্দ্ধন

ভক্তের প্রবেশ ও গীত

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধনী তীরে যাইয়া, নবীন নাবিক হইয়া,
সহচর মেলিয়া খেলায় ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পুরব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না, বহয়ে বিসম বা
দেখি হাঁসে গোরা বনমালী ॥
কেহ করে উতরোল, ঘন ঘন হরি বোল
দুকুলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবন মোহন নাইয়া. দেখিয়া বিবশ হইয়া,
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥
সবজন চিতচোর, গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর,
যে করে তাহাই পরতেক।
কহেদীন রামানন্দে এহেন আনন্দ কন্দে,
বঞ্চিত রহিনু মুই এক ॥ (প্রস্থান)

(পাত্রগন)

শ্রীকৃষ্ণ
মধুমঙ্গল সুবল সুদাম
অভিমন্যু

(পাত্রীগন)

শ্রীরাধা
ললিতা বিশাখা
তুঙ্গবিদ্যা পৌর্ণমাসী বৃন্দা
জটিলা কুটিলা দাসীগণ
মুখরা

— ॰ তরণীবিহার ॰ —

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(স্থান পৌর্ণমাসীর কুটীর) কুটীর অভ্যন্তরে ধ্যানমগ্নাবস্থায় পৌর্ণমাসী)

(গীতি কণ্ঠে বৃন্দার প্রবেশ)

গীত—ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎ ফুল্ল মল্লিকাঃ।
বীক্ষ রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ॥

বৃন্দাদেবী—(প্রণাম পূর্ব্বক) দেবী পৌর্ণমাসী!
দাসী আমি আজি অভিলাষি,
রাধা মাধবের অপূর্ব্ব বিহার—
করি দরশন
জুড়াইব তৃষিত নয়ন।
যোগমায়া! মায়া বলে তব,
নিত্য নব নব,
হয় সংঘটন—
রাধা শ্যাম যুগলের মধুর মিলন।
ব্রজলীলা বিলাসের ভিত্তি তুমি মুল
রাধাশ্যাম তব করে ক্রীড়ার পুতুল,
এ যুগলে নাচাও যেমনি,
নাচে তারা তেমনি তেমনি।
শ্রীচরণে তাই নিবেদন,
পূর্ণ কর মম আকিঞ্চন।

পৌর্ণমাসী—(চক্ষু উন্মিলিত করিয়া) এসহে কল্যাণী!
বৃন্দা মহারাণী!

পূর্ণ হবে শুভ ইচ্ছা তব
ঘটাইব আজ অভিনব—
তরণী বিহার
লীলা চমৎকার।
সখী সনে শ্রীমতী কিশোরী
গৃহ পরিহরি,
দধি দুগ্ধ বিক্রয়ের ছলে
গমন করিবে সবে মানসীর কূলে
রসিক ভূপতি সে নাগর
নবীন কিশোর নটবর,
নাবিকের বেশে
তরী নিয়ে এসে
সুন্দরী সে ব্রজ বালা দলে
পার করিবার ছলে
বসাইবে তরণী উপর
লীলা হবে অতি মনোহর,
বন দেবী! এবে কহ দেখি
অপূর্ব্ব হবে না, লীলা সে কি

বৃন্দা— ধন্য দেবী তোমার করুনা
শত ধন্য তব এ কল্পনা
শুনি মোর হিয়া,—
আনন্দে উঠিছে উথলিয়া।
এই লীলা যবে,

নয়ন গোচর হবে
না জানি এ চিত্ত,—
কি আনন্দে হইবে প্লাবিত !
মুর্ত্তি মতী তুমি কল্প লতা,
অর্থি জনে দাও সফলতা
আদেশ করহ দেবী এই লীলা মাঝে,
ব্রতী হব আমি কোন ইষ্ট কাজে ?

পৌর্ণমাসী— যা বলিলে সত্য সে বচন,
তোমায় করিতে হবে নানা আয়োজন,—
সাজাইবে খেয়া ঘাট এমনি সজ্জায়
ইন্দ্রের অমরাবতী যেন লজ্জা পায় ।
মণিময় তাহার সোপান
করিবে নির্ম্মান,
বিবিধ রতনে—
তরীখানি সাজাবে যতনে,
মাঝে মাঝে তার—
শোভা পাবে কুসুমের হার ।
মানসী গঙ্গায়
রাখিবে সে অপূর্ব্ব নৌকায় ।
যুগল সেবার অনুকূল
সেবিকা কে তব সমতুল ?
সবই তুমি জানহ বিশেষ

তোমারে কি করিব আদেশ।

বৃন্দা— শিরোধার্য্য তোমার আদেশ,
পালিবারে করিব না ত্রুটিমাত্রলেশ,
কিন্তু এক বিষম সংশয়
মোর মনে হইছে উদয়,
বিমুখি সে জটিলার দলে
প্রতারিয়া কিবা ছলে
রাধিকা আসিবে এই মানসীর ধার।
কেমনে ঘটিবে এই তরণী বিহার ?

পৌর্ণমাসী— বৃন্দা মহারাণী,
বৃথা মনে সংশয় আনি—
হয়োনা অধীর,
জেনো মনে স্থির,—
কৃষ্ণের প্রসাদে
ইষ্ট সিদ্ধি হয় মোর ইচ্ছায় অবাধে।
পড়ে না কি মনে,
রাস রজনীর শুভক্ষণে
বিচিত্র মধুর লীলা খেলা
উৎসবের মেলা ?
কুল বধু ব্রজের যুবতী
সবে তারা সতী
ত্যজি গৃহ ত্যজি নিজ পতি
গভীর নিশিতে

আকুলিত চিতে
যবে তারা শ্যাম চাঁদ সনে
মিলিল সে গহন কাননে,
কি রহস্য ছিল তার মূলে
জান কি ললনা ?,
মায়া মোর বিচিত্র ছলনা।
শুন বৃন্দারাণী,
পতি অভিমানী—
সেই সব ব্রজ গোপ পাশে
মায়াগোপী রাখি অনায়াসে
করাইনু নিজ পত্নী জ্ঞান,
কেবা জানে তাহার সন্ধান ?
আরো শুন বিচিত্র ব্যাপার
নহে বলিবার,
করেছিনু অভিমত
সে রজনী ব্রহ্ম রাত্রি রূপে পরিণত।
এর কাছে তরণী বিহার
নহে কিছু কঠিন ব্যাপার।
আছে তার নিশ্চিত উপায়,
সখী সনে রাই ধনী মথুরায়,
ভূতেশ্বর ভগবানে করিবে দর্শন,
তাহার করিবে আরাধন,
তার পরে—
দধি দুগ্ধ বিক্রয়ের তরে,

যাবে তারা মানসীর ধার
ঘটাইব তরুণী বিহার।
যাও বৃন্দে নিজ কার্য্য করহ সাধন।
আমি ও জটিলা গৃহে করিব গমন,
সেথা গিয়া কহি জটিলারে,
সখীসনে পাঠাইতে শ্রীমতী রাধারে।

বৃন্দা— ধন্য ধন্য দেবী যোগমায়া
লীলা সংঘটন কর আবরিয়া কায়া,
কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি তুমি
নিত্য লীলা ভূমি।
যেই শক্তি মায়া নাম ধরে,
জগৎ প্রসব করে,
বহিরঙ্গা শক্তি সে প্রভুর
শক্তি তার নহেত প্রচুর,
তব শক্তি অচিন্ত্য অপার,
কত কব আর,
আপনি সে লীলা নট প্রভু,
হেরিয়া বিস্মিত হন কভু,
কৃষ্ণেরে মোহিয়া
হও কৃষ্ণ প্রিয়া,
কোন কার্য্য তব,
নহে অসম্ভব,
আসি তবে প্রণাম চরণে,
হয় যেন বাঞ্ছিত পূরণে।

(ক্রমশ উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যাবট— অভিমন্যু গোপের গৃহ।

(জটিলা কুটিলা ও রাধার প্রবেশ)

জটিলা—বলি হ্যাঁ বৌমা, তুমি কাল সূর্য্য পূজো করতে গিয়ে না কি সেই কেষ্টা ছোঁড়ার সঙ্গে হেঁসে কথা কয়ে ছিলে ?

রাধা— না মা, আমি কেন তা করতে যাব ? তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি, আর দেখা হলেই বা কথা বলব কেন ?

কুটিলা— কি তোমার সঙ্গে কাল সে কেলে ছোঁড়ায় দেখা হয়নি ? ভেবেছ আমি বুঝি দেখেনি ? সেই মানসী গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে হেঁসে হেঁসে কথা বলছিলে না ? আবার বলা হচ্ছে "না মা আমি কেন তা করতে যাব ?" ওমা—মিথ্যে কথা কি বলতে একটুও বাধল না। দাদা যে তোমায় আস্কারা দেয়, নৈলে আমি তোমায় এক দিনেই শিক্ষা দিতে প্যারি।

রাধা—(জটিলার কাছে গিয়া কর যোড়ে) মা আমি তো একটু ও মিথ্যে বলিনি। আমার দোষ কি ?

(অশ্রুবর্ষন)

জটিলা— থাম কুটিলে থাম। বৌমা যে কেঁদে ফেলল কুটিলে বৌমাকে অমন কবে মুখ করিসনে।

কুটিলা— তুমিই তো মা ওকে নাই দিয়ে দিয়ে এতটা বাড়িয়ে তুলেছ। তা আমি তো আর একলা বলছি না— দেশ শুদ্ধ লোকের মুখ বন্দ করবে কি করে? কচি খুকিটি! একটু মায়া কান্না কাঁদলেই বাস্ অমনি বাজীমাৎ। তুমি যাই বল মা আমি যখন স্বচক্ষে দেখেছি তখন কারুর কোন কথায় বিশ্বাস্ করিনা। তাও যাই বলুক না কেন, আমি কিন্তু ঠিক কেষ্টাকেই দেখেছি দিন দুপুরে তো আর কানা হইনি যে মিছে কথা বলবো, বিশেষ পরের মেয়ের বৃথা কলঙ্ক রটিয়ে আমারই বা কি লাভ?

জটিলা— তাই তো! দ্যাখ বৌমা তুমি আজ থেকে আর বাড়ীর বাইরে কোথাও যেতে পারবে না। কেবল স্নান করতে একবার মাত্র বাহিরে যাবে। তোমার জন্য যে আমাদের মুখ দেখান দায় হল। রাজার মেয়ে বলে যতই কিছু না বলি, ততই যেন মাথায় চড়ে বসেছেন। (প্রস্থান)

(রাধাকে অধোমুখী দেখিয়া)

কুটিলা— বলি রাজনন্দিনী! মার কথাটা কানে গেলত? মাথা হেঁট করে রইলে যে! তা রইবেই তো! ভালবাসার সঙ্গে তো আর কথা বলা হবে না, তাই মাথায় যেন বাজ পড়েছে। কি মেয়ে বাবা! সাতজন্মে এমনতর মেয়ে দেখিনি, এত মিথ্যা ও বলতে জান?

আর সে কেলে ছোঁড়ারই বা আক্কেল কি ? তুই বাপু গরু চরাবি— চরাগে যা ! তা নয় ওঁৎপেতে থাকা। গেরস্থর বৌঝি ঘাটে পথে বের হয়েছে কি তাদের সঙ্গে হাসি মস্‌করা। কেন রে বাপু, তুই হলি রাখাল তোর এ সবে কাজ কি ? একবার আমার পাল্লায় পড়লে তো বাছাধনকে ঘোল খাইয়ে ছাড়তুম। এই ন্যাও আবার কান্না সুরুহল বুঝি তা কাঁদ আর যাই কর বাপু ! ঘরের বাইরে তোমাকে আর যেতে দেওয়া হবে না—শুনলে তো ?

(প্রস্থান)

রাধা— (সবিষাদে) ওঃ ! আর যে সইতে পারিনি নাথ ! একেতো তোমার বিরহে বেঁচেই মরে আছি— তার ওপর ননদিনীর ঝাঁঝালো কথা মরার উপর খাঁড়ারঘা ! হা নিঠুর বিধি ! রাধার কপালে কি এতই দুঃখ লিখেছিলি ?

গীত (কীর্ত্তন)

কোন বিধি সিরজিল কুল বতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহি একেশ্বরী॥

ধিক রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা এ জীবন রাখে তখনি না মরে॥

(কুলবতী হয়ে প্রেম করে যেবা, তার জীবনে কাজ কি বল)

(সেমরে না কেন)

পরাধীন একেশ্বরী হয়ে প্রেম করে ত মরে না কেন)

বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥

এছার জীবনে মুই ঘুচাইনু আশ।
আজ হতে মুই কানুর ছাড়িলাম আশ ॥

(এ পরান আমি রাখব না গো)

(কৃষ্ণ সেবায় লাগবে না যা, পরান আমি রাখব না গো)

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় গো।
আন পথে গেলে সেযে কান পথে যায় গো ॥

(টেনে নিয়ে যায় ;

(আমায় সে যে টেনে নিয়ে যায়)

(আন পথ হতে কানুর পথে, আমায় সে টেনে নিয়ে যায়)

এছার রসনা মোর কাল কিবা হয় গো।
যার নাম লইতে নাই তারই নাম লয় গো ॥
এছার নাসিকা মুই কতই করু বন্ধ
তবুও দারুন নাসা পায় তার গন্ধ ॥
শুনিব না সেই কথা করি অনুমান।
(সেই) পর সঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক রহু এছার ইন্দ্রিয় মোর সব'
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥

(হায়রে এ কি জালায় মরি)

(ছাড়বো বললেও ছাড়তে নারি হায়রে একি জ্বালায় মরি)

(ললিতার প্রবেশ ও গীত)

ললিতা— ওগো রাধে-এ—এ—এ !

কেন হেরি বিরস বদন।
তোর সম সুভাগিনী আছে কোন জন ॥
কি দুঃখে দুঃখিনী তুমি বল বিধু মুখী
আমি তোর প্রাণ সখী করিব লো সুখী ॥

(মর্ম্ম কথা কহলো মোরে)
(আমি যে তোর নর্ম্ম সখী, মর্ম্ম কথা কহলো মোরে)
বদন-কমল কেন শুকিয়েছে তোর।
দর দর ঝরে কেন দুনয়নে লোর॥
(সখিরে তুই কাঁদিস্ কেন ?)
(কি হয়েছে বলনা খুলে, অমন করে কাঁদিস্ কেন)
(দেখতে নারি)
(তোর কাঁদা বদন-নয়ন বারি, আমি যে আর দেখতে নারি)

রাধা— কি বলবো সই ? তোরা তো মরম-সখী সবই জানিস। সেই চিকন কালাই আমার কাল হয়েছে। যতই মনে করি তার কথা ভাবব না, তারে ভুলে যাব, ততই আমার মন প্রাণ, সকল ইন্দ্রিয় তার জন্যেই ব্যাকুল হয়। এ আমার কি হল সখী। ননদিনীর গঞ্জনা, শাশুড়ির লাঞ্ছনা, আরযে সইতে পারিনে সই। দিনান্তে একটি বার বাইরে গিয়ে তাকে দেখে আসতেম—তাও বন্দ হল। শাশুড়ি বাইরে যেতে নিষেধ করলেন। এখন বল সই, আমি বাঁচি কি করে ?

ললিতা— ওঃ—এই কথা! এর জন্যেই কেঁদে আকুল? আজ উনি বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন, কালই আবার নিজেই বাইরে যেতে বলবেন। এ যদি না পারি তবে আমার নাম ললিতা নয়। তুই একটু স্থির হ সই ? যেমন করেই পারি তোকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেবই দেব। আমি এখুনি দেবী পৌর্ণমাসীর কাছে গিয়ে একটা উপায় স্থির করছি। তিনি ইচ্ছে করলে সবই

করতে পারেন। সেই আদ্যাশক্তি যোগমায়ার কাছে জটিলা কুটিলার সব বুদ্ধিই ফেঁসে যাবে। তুই সই কাঁদিস্ নে— আমি এই চললেম। ঠিক্ জানিস এর একটা উপায় করবই করব। (প্রস্থান)

রাধা— ললিতা আমায় প্রাণ দিয়ে ভাল বাসে। আমার দূঃখ দেখলে ওর বুক ফেটে যায়। ওর এ ভালবাসার ঋন আমি শত জন্মে ও শোধ দিতে পারব না। তাই তো! ঘরের কাজ ফেলে এখানে তো অনেকক্ষন ধরে আছি। শাশুড়ি, ননদী, দেখতে পেলে আস্ত রাখবে না। ললিতা যখন দেবীর কাছে গেল তখন এরএকটা উপায় না করে ফিরবে না। ওই বুঝি ননদী আসছে। যাই শিগগীর একটা কাজে হাত দিই গে। (প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

অভিমন্যুর গোশালা

(জটিলা ও কুটিলার গোময় হস্তে প্রবেশ)

জটিলা— হ্যাঁরে কুটিলা সত্যি সত্যিই কি তুই কাল বৌমাকে ওই কেলে ছোঁড়ার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিস? লোকের কথায় তো এ পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস হতো না। বৌমা দেখ্তে যেন "লক্ষীর পিতিমে" তার মনে যে 'কু' থাকতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তা তুই যখন বলেছিস্, তখন আর বিশ্বাস না করিই বা কেমন করে? ছি, ছি, ছি! কি ঘেন্নার কথা!

কুটিলা— হ্যাঁ মা হ্যাঁ। আমি কি আর না দেখেই মিথ্যে বলেছি। কাল যখন বৌ সূয্যি পূজো করতে যাচ্ছিল, তখন মানসী গঙ্গার ধারে কেলে ছোঁড়াটা বৌএর সঙ্গে হেঁসে হেঁসে কথা বল ছিল! আমি একটু আড়ালে ছিলাম কি না তাই ওরা কেউ আমাকে দেখ্‌তে পায়নি বৌটাও কম শয়তান নয়। মিলনটা নিশ্চয়ই হতো। তা বিশেখাটা আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ইসেরা করে ওদের সাবধান করে দিলে, তাই হাতে পাতে ধরতে পারিনি! ওরা সব কি ধড়িবাজ! কিন্তু যতই ধড়িবাজ হোক্ না, কুটিলার চোখে কি আর ধূলো দিতে পারে?

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু— কি রে কুটিলে! তোর চোখে আবার কে মোরতে ধূলো দিতে গেল? বিশেষ এখন তো আর হুলির দিন না যে আবির পেলো না ধূলোই দিল?

জটিলা— এই বৌমার কথা হচ্ছিল বাবা! অমনরূপ অমন গুণ, ও বাবা তার মধ্যে এত! বলি তুই তো কাজ নিয়ে সারা দিন বাইরেই ঘুরে বেড়াস্, তোকে তো আর কিছু শুনতে হয় না। লোকে বোললে আমার বিশ্বাসই হোতো না, কিন্তু কাল আমাদের কুটিলে নিজের চোখে দেখে এসেছে। তার কথা তো আর ঠেলতে পারিনি।

অভি— কি রে কুটিলে ! এতক্ষন ত মুখে খই ফুট্‌ছিলো বলি কি দেখেছিস্ একবার বল দেখিনি ?

কুটিলা— এই তোমার বৌ গো।

অভি— হ্যাঁ হ্যাঁ বউ, তা হয়েছে কি ?

কুটিলা— হবে আবার কি ? যা হবার তাই হয়েছে—

অভি— বলি কি হবার কি হয়েছে খুলে বলনা— তোর যে ভনিতাই ফুরায় না।

কুটিলা— ফুরাবে কি ! ঘরের বৌ কেন পরের সঙ্গে হেঁসে কথা বলতে যাবে ? আর সে কেলে ছোঁড়াটা তো আস্ত যাদুকর। বৌয়ের আমার তার সঙ্গে হেঁসে কথা না বললে ভাত হজম হয়না। কেন রে বাপু ! আমার দাদা কি ঐ কেলে ছোঁড়াটার চাইতে দেখতে খরাপ যে পছন্দ হয়না। তুই হলি কুলের কুল-বৌ, তোর কি লজ্জা ঘেন্না নাই যে তুই যাস্ প্রেম করতে ঐ কেলে ছোঁড়াটার সঙ্গে। বৌ সূয্যি পূজা করতে যায় আর মানসী গঙ্গার ধারে যুগল মিলন হয়। দুজনের কি হাঁসি আর কি ঠাট্টা। ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি। বিশেখাটা আমায় দেখতে পেয়ে ওদের সাবধান করে দিলে তাই। নইলে আরো কত দেখতাম ! লোক যে দিন রাত্তির কানা ঘুঁসো করে, তাদের দোষ কি ? তুই করতে পারলি আর ওদের বলতেই দোষ হলো। মুখে আগুণ। মুখে আগুণ।

অভিমন্যু— ওঃ! এই কথা? আমি বলি না জানি কি একটা মহা অনর্থই হয়েছে?

কুটিলা— নাঃ—তা হবে কেন? ঘরের বৌ পরের সঙ্গে হেঁসে কথা কইবে, এ আর এমন কি একটা বড় কথা!

অভিমন্যু—পাগল আর কি? এই কথা নিয়ে পাড়াশুদ্ধো একে বারে তোলপাড় করে তুলেছিস্? কারুর সঙ্গে একটু হেঁসে কথা কইলেই "ভাগবত" অশুদ্ধ হয়ে গেল? বলি ভাল ভাবে কি কথা বার্ত্তা হতে পারে না? একটু হেঁসেছে? তা আর এমন কি দোষ হয়েছে! প্যাঁচার মত মুখ ভার করে থাকলে বুঝি তোর খুব ভাল লাগে, তাই না? আচ্ছা বল্ দিকিনি ঐ কেলে ছোঁড়াটা যদি তোদের সঙ্গেই হেঁসে কথা বল্‌তো তবে তোরা কি চুপ করে থাকতিস্—না হেঁসেই সেই কথার জবাব দিতিস? তোকে বল্‌ব কি ঐ কেলে ছোঁড়াটা কি— ভেল্কি জানে? ওর দিকে চেয়েছো তো চেয়েই থাকতে হবে, ওর হাসি দেখেছ কি মরেছ- ওর বাঁশী শুনেছ- তো আর ঘরের মধ্যে থাক্‌বার উপায় নেই। ছোড়াটা বিষম যাদুকর বৌয়ের দোষ কি?

কুটিলা— নাঃ—বৌয়ের আবার দোষ হবে কেন? আমি বলেছি- আমারই দোষ! তুমি বলছ যে ঐ কেলে ছোঁড়াটা ভেল্কিবাজ, যাদু জানে, আমি বলি কি, বৌ

তার চাইতেও বেশী যাদুজানে, নইলে তোমাকে এমনি যাদুই করেছে যে তুমি তার কোন দোষই দেখ্‌তে পাওনা। আমি চোখে দেখে এলাম আর তুমি একেবারে কথাটা তুড়ি দিয়ে উড়িয়েই দিলে? তা ঘাট্‌ হয়েছে বাপু আমার। আমি আর তোমার বৌয়ের কোন কথাতেই নাই। তোমার যা খুসি তাই করগে। ইচ্ছে হয় বৌয়ের পা ধোয়া জল খাওগে।

জটিলা— তুই থাম কুটিলে। ও ছোঁড়াটা যে যাদুজানে তা আমারো মনে হয়। কিন্তু বাবা কুলের বৌ যে পর পুরুষের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব করবে সেটা ও তো ভাল দেখায় না। লোকে যে দুর্নাম রটাবে

অভিমন্যু— ছি মা। পরের কথা শুন কেন? তোমার ঘরের বৌ ভাল কি মন্দ তাকি তুমি নিজেই জান না? তোমাদের বৌয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ দিকিনি-গা দিয়ে কেমন একটা ছটা বেরুচ্ছে। কৈ তোমার আমার শরীরে তো তেমন ছটা নেই। তোমাদের বৌ নিশ্চয়ই? দেবী কারুর শাপে মানুষ হয়ে জন্মেছে আর তার জন্মের খবরটিও ত জান? তোমাদের ভাগ্যি তাই একে বৌ পেয়েছ।

জটিলা— তা' তুই মিথ্যে বলিস্‌ নি "অভি"। বৌমার আমার কোন দোষ নেই- যত দোষ সেই দুষ্ট ছেলে ছোঁড়ার। ওর জ্বালায় পাড়ার বৌ ঝিয়ের ঘাটে পথে বেরুবার উপায় নেই? ওটা মরে নাগা? সব আপদ

ঢুকে যায়। আমাদের আর লোকের কথা শুনতে হয় না।

অভিমন্যু— আঃ ছিঃ— পরের ছেলেকে অমন গাল কি দিতে আছে? পরের কথা শুনো কেন? চিলে কান নিয়ে গেল— আর অমনি দে ছুট চিলের পেছনে। বলি কানে হাত দিয়েও তো দেখতে হয়। তুমি যদি জান তোমাদের বৌ ভাল, তো পরের কথা শুন কেন? তোমাদের মেয়ে মানুষের ধারাই এমনিঃ— তিলকে তাল করা। কেউ কারুর দোষ দিতে পারলেই মহা খুশী।

কুটিলা— আচ্ছা দাদা! তোমার বৌয়ের কি কোন দোষই নেই— এক হাতে কি আর তালি বাজে? লোকে কি আর অমনিই বলে?

অভিমন্যু— হ্যাঁ ভাই। তা লোকে করে কানাকানি-আর তোরা করিস্ মুখোমুখি। মায়ে ঝিয়ে বৌটার পেছনে লেগেই আছে। লোকে বলে বলুক— তোরা কেন তাই শুনে কুরুক্ষেত্র বাধাস্। তোরা কেউ ভালটা দেখতে পাস্‌নে- কেবল মন্দটাই দেখিস্। সেই কেলে ছোঁড়াটারই বা দোষ কি? সে যে কতবার এই গোকুলের লোকদের বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে কই সে কথা তো একবারো বলিস্‌নে— কেবল তার দোষই দেখিস্। পরের কথা পেলেই হয়, অমনি সে বেচারার শ্রাদ্ধ করে ছাড়বে। যা যা! এখন ঘরের

কাজে হাত দিগে— যা। আমিও যাই 'ধলী' বকনাটা আবার কোন দিকে গেল, খুঁজে আনিগে।

(ধীর গতিতে প্রস্থান)

কুটিলা— ঐ সঙ্গে খুঁজে দেখো দাদা— আমাদের সুন্দরী বৌটাও ঘরে আছে কিনা ? (অন্যদিক দিয়া প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

(পৌর্ণমাসীর কুটীর)

পৌর্ণমাসী— আহা মরি মরি,
কি আনন্দে ব্রজে বাস করি।
ষড়ৈশ্বর্য্য বান,
করি বারে পান,
স্বভক্তের স্নেহ সুধা,
মিটাই তে ক্ষুধা,
ব্রজে অবতরি,
লীলা— সমাধানে মোরে কৈল অধিকারী।
পূর্ণ ভগবান্,
নাহি রাখে আপনার ঐশ্বর্য্য সন্ধান,
তাই তো এ মর্ত্ত্য লীলা ভক্ত সুখ স্থান।
মোসম সৌভাগ্য আছে কার ?
শক্তি পেয়ে তাঁর—
নব নব লীলা নিত্য করি আবিষ্কার।
ঘটাইব অজি পুনঃ তরনী বিহার।

কে আসে কুটীর অভিমুখে ?
এযে দেখি আসিছে ললিতা,
নিতান্ত তাপিতা,
ছুনয়নে কেন তার,
ঝরে অশ্রুধার।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা— দেবী ! প্রণাম হই। (প্রণাম)

পৌর্ণমাসী— ললিতা যে ! এস এস ! চিরজীবিনী হও। কি হয়েছে ? মুখখানি ভার– চোখেও জল। কাঁদ্‌ছ কেন ? কোন নূতন বিপদ জুটলো নাকি ? আমি তো ভেবেই পাইনে, কৃষ্ণ যাদের প্রেমে বশ তাদের আবার দূঃখই কি, আর বিপদই কি ?

ললিতা— দেবী ! ছুখের কথা আর কি বলবো ? কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে রাধা যে আর বাঁচেনা। বলুন বলুন দেবী ! এর কি উপায় হবে ? কি করে রাধা কৃষ্ণের দর্শন পাবে ? রাধার ছুখ্যু যে আর দেখতে পারিনে দেবী ! আপনিত সবই পারেন এরকি কোন উপায়ই নেই ? রাধাই যদি মরে তবে আমাদের জীবনে কাজ কি দেবী ?

পৌর্ণমাসী— (স্বগত) ধন্য ধন্য অপূর্ব্ব প্রণয়,—
ভিন্ন তনু অভিন্ন হৃদয়,
সখীগন নহে অন্ন কেহ,
রাধিকার তারা কায়ব্যুহ,

একে রাধা প্রকাশিতা বহু সখী রূপে,
কৃষ্ণকে আনন্দ দান—
সবাকার উদ্দেশ্য মহান।

(প্রকাশ্যে) কেন? প্রতি দিন সূর্য্য পূজো করতে গিয়ে দুজনের যেমন মিলন হয়, তেমনি হবে কেন তাতে কোন বাধা ঘটেছে না কি?

ললিতা— হ্যাঁ দেবী! সেই জন্যেইতো আপনার কাছে আসা। কাল মানসীগঙ্গার ধারে কুটিলা রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে দ্যাখে, সে বাড়ীএসে জটিলা কে সেই কথা বলে। জটিলা রাধাকে বাড়ীর বের হতে নিষেধ করেছে। এখন উপায় কি হবে দেবী?

পৌর্ণমাসী— উপায়? তা অবশ্যই হবে। তোমরা এর জন্য এত উতলা হয়ো না ধৈর্য্য ধর। রাধাকেও সান্ত্বনা দেও গিয়ে। কোন চিন্তা নাই। আমি এক্ষুনি জটিলার সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা তুমি এস।

ললিতা— আজ্ঞে, আমি যাচ্ছি। আপনিও ভুলবেন না।
(প্রস্থান)

পৌর্ণমাসী— জটিলা সে না জানে সন্ধান,
রাধায় করে তাই বধূ জ্ঞান।
নাহি জানে কৃষ্ণ আর রাধা,
গোলকের বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমে বাঁধা,

কৃষ্ণ নিত্য কান্ত, রাধা নিত্য কান্তা তার,
এই দোঁহাকার,
নিত্য সত্য শাশ্বত বিহার।
আকাশের রবি আর শশী,
রসাতলে পড়ে যদি খসি,
তবুও দোঁহার—
নিত্য সে বিহার,
অক্ষয়, অব্যয়, অনিবার।
তবে যে রাধার পর গৃহে আগমন,
লীলারস পুষ্টির কারন।
স্বকীয়ায় যে আনন্দ আনে,
তা হতে অধিক সুখ পরকীয়া জ্ঞানে।
রাধা তাই অভিমন্যু বধু—
পুষ্ট করিবারে প্রেম মধু,
প্রেমের স্বভাব—
উপ পতি- উপ পত্নী- ভাব,
তা না হলে অভিমন্যু সহ,
রাধার বিবাহ,
কবে কোথা হল জানে না ত কেহ।
স্বপ্নে তার,
ভাণ মাত্র হ'য়ছে আচার।
রাধা যদি তার বধূ হবে,

অভিমন্যু তবে,
কেন করে রাধা সনে মান্য ব্যবহার—
ক্লীবের আচার ?
কেন বা রাধিকা তারে,
নিজ পতি ভাবিতে না পারে ?
বিরহে প্রেমের হয় উৎকর্ষ সাধন,
এক মাত্র এই সে কারন।
তাইত সম্প্রতি,
গোলকের নিত্য সে দম্পতি,
হেন ভাবে পান করে ব্রজধামে আসি,
উজ্জল মধুর রস নিত্য অবিনাশী।
এবে জটিলায় কহি গিয়া,
রাধিকারে দিক পাঠাইয়া,
ভূতেশ্বর মহাদেব করিতে অর্চ্চন,
পশ্চাতে সাধিব মোর অভিষ্ট মিলন।

(প্রস্থান)

(ঐক্য তান বাদন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

যবনিকা— অভিমন্যুর গৃহ।

রাধা— (সবিষাদে) নিঠুর বিধাতা আর কত দুঃখ দেবে? কোন্ প্রাণে রাধার ভাগ্যে এত কষ্ট, এত গঞ্জনা লিখেছিলে। তোমার মনে কি বিন্দুমাত্রও দয়া নেই? আর যে সহ্য করতে পারিনা। যাকে শয়নে স্বপনে দর্শন করবার জন্য মন ব্যাকুল, আজ আর বুঝি তার সঙ্গে দেখা হলনা। ললিতাও তো ফিরে এলনা— দেবীর কাছে গেছে সেই কোন যুগে এখন উপায় কি করি। কি করলে প্রাণ বঁধূর সঙ্গে দেখা হয়? কে বলে দেবে তার উপায়? ওই বুঝি ললিতা আসছে(আগ্রহে) ললিতা- ললিতা! না না, ও তো ললিতা নয়। তবে কি প্রান বঁধূই আসছে? এস এস বঁধু! (আগ্রহে) রাধার মন মন্দিরে বোস। সেখানে কেউ তোমাকে দেখতে পাবেনা। এঁ্যা— এ আমি কি বল্‌ছি। কৈ, কেউ তো নাই। তবে কি পাগল হলাম না কি? আমার যে বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে। কিন্তু এমন ঘরে বাস করি যে মনের দুঃখে কাঁদবারো উপায় নেই! আর যে মনের ভাব গোপন করতে

পারিনে। বঁধু দেখা দাও। আর অন্তরে থেকো না, রাধার অন্তরে বসো।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা— (সবিস্ময়ে স্বগত) আ মরি, মরি। প্রেমের কি বিচিত্র গতি। কৃষ্ণ চন্দ্র বিরহে আজ প্রেমময়ী রাধার মন অমানিশীর অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে। একরুণ দৃশ্য যে আর চোখে দেখতে পারিনে। (প্রকাশ্যে) সই! তুই কি শেষে পাগল হলি? এত উতলা হলে লোকে বলবে কি? একটু ধৈর্য্য ধর ভাই। গুরুজন এ অবস্থায় তোকে দেখতে পেলে যে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না।

রাধা— ললিতা! তুই এলি কিন্তু দেবী কই? দেবী বুঝি এলেন না? হতভাগিনী রাধার অদৃষ্ট দোষে আজ দেবীও কি নিদয়া হলেন? তবে এখন কি করি! আর যে আমার ব্যথা মনে চেপে রাখতে পারছিনে—

(গীত)

(সখেদে) মনের দারুন ব্যথা শুন গো সজনী।
বঁধুয়ারে পড়ে মনে দিবস রজনী॥
(প্রাণ বঁধুয়ার মনে যে পড়ে)
(দিবানিশী পরান পোড়ো—প্রাণ বঁধুয়ার মনে যে পড়ে)
বঁধুয়ারে পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা রূপে কিবা গুনে মোর মন হরে,
মুখেতে নাসরে বাণী দুটি আঁখি ঝরে,

Vrindavan Das Govind Kund Vrindavan, Mathura

(আমি কেঁদে যে মরি)
(দিবানিশী গুমরি গুমরি কেঁদে যে মরি)
মুখেতে নাসরে বাণী দুটি আঁখি ঝরে ॥
চিতের আগুন কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিণ প্রাণ কারে কি বলিব ॥
(চিতের আগুন নিভাতে নারি)
(চিতার মত চিতে জ্বলে, চিতের আগুন নিভাতে নারি)
(পরান তবু যায় না ছাড়ি)
(এমনি আমার কঠিন পরান, এত দুঃখেও যায় না ছাড়ি)
নাযায় কঠিণ প্রাণ কারে কি বলিব ?
সইরে বল, বল, আমার দশা কি হবে ?

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী— বলি রাজ নন্দিনী, হয়েছে কি ? অমন করে কাঁদছ কেন ? চিন্তা কি ধনী, শিগ্‌গিরই তোমার বঁধুয়ার দেখা পাবে। সে যে তোমারই তোমায় না দেখেসে কি থাকতে পারে ? বৃথা খেদ করে কেন দেহটাকে মাটি করে ফেলছ ?

রাধা— (আসন প্রদান ও প্রণাম) আসুন দেবী ! বসুন ! প্রণাম হই। মনের ব্যথা যে মনে আর চেপে রাখতে পারছিনে দেবী ! বলিবা কারে আর বুঝেই বা কে ?

গীত (কীর্ত্তন)

কি বলিব, তোমায় ওগো, দেবী পৌর্ণমাসী
কাল রূপে নয়ন দিয়ে কাঁদি দিবানিশী ॥
কিবা সে মধুর রূপ নাহিক তুলনা,
ত্রিভুবনে নাহি মজে কে হেন ললনা ?

ভুলি ভুলি মনে করি ভুলিতে না পারি
গুরুজন গঞ্জনা সহিতে যে নারি ॥
কেমনে পাইব তারে কহ দয়া করি ॥
না পেলে মরিব প্রাণে শুন গো ঈশ্বরী ॥
আমার জীবন ধন সে কাল বরন।
তাহারে মিলাও মোরে লইনু শরণ ॥

পৌর্ণমাসী— ভাবিনি ! আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না। আমি যখন এসেছি, তখন যুগল মিলনের একটা উপায় করে দিয়েই যাব। তুমি একটু ধৈর্য্য ধর আর কেঁদনা।

(স্বগত) আহা মরি মরি !
অপনি সে গোলক ঈশ্বরী—
প্রাণ কান্তে ভেটিবার তরে,
কত দৈন্য কত আর্ত্তি করে,
পাগলের পারা,
যেন আত্ম হারা,
কাঁদে হাসে গায় আপনার মনে,
এ হেন অপুর্ব্ব প্রেম কোথা ত্রিভূবনে ?
না হলে এমন,
আপনি সে মদন-মোহন
শুধিতে না পারি প্রেম ঋণ—
আজ্ঞাধীন দাস সম রহে চিরদিন ?

রাধা— দেবী। আপন মনে কি ভাবছেন ? কোন উপায়ই বুঝি খুঁজে পেলেন না ?

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বটে, নইলে পরে আপনার মুখখানি এমন মলিন হল কেন ? দেবী ! দেবী ! দেখুন আমার ভাগ্য কত মন্দ তা না হলে স্বয়ং যোগমায়া আজ মায়াহীন। হায় হায় ! যাকে ক্ষনকাল না দেখলে মনেহয় যেন কত যুগ যুগান্তর ধরে তাঁকে দেখিনি আজ তাঁকে না দেখে থাকব কি করে ? হা বিধ তা তোমার মনে এই ছিল ?

পৌর্ণমাসী— রাজনন্দিনী ! তোমাকে তো আগেই বললেম ধৈর্য্যধর দুঃখ কোরো না ! আমি কি আর মিলনের উপায় স্থির না করেই এসেছি। তুমি ভেবনা। আমি এক্ষুনি তোমার শাশুড়িকে বুঝিয়ে বলে তোমায় বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়াচ্ছি। যাও লক্ষীটি তুমি তোমার নিজের কাজে যাও ! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই বুঝলে ? (চিবুকে হাত দিলেন)

রাধা— যো আজ্ঞে আমি চল্‌লেম্‌। (প্রস্থান)

পৌর্ণ— যাই জটিলা কে বুঝিয়ে বলে রাধার অভিসারের ব্যবস্থা করি গিয়ে। (প্রস্থান)

দ্বিতিয় অঙ্কঃ

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যাবট— অভিমন্যুর বহির্ব্বাটি।

জটিলা:— বৌমার-কথা-আমান যা বললে তাত মিথ্যে মনে হয়না। বৌমা আমার রূপে গুণে যেন লক্ষীটি। এমন মেয়ে আজ পর্য্যন্ত আমার চোখেই পড়েনি। এর মধ্যে খারাপ কিছু কি থাকতে পারে? যে মেয়েদের স্বভাব খারাপ ওদের চাল্ চলন দেখলেই বুঝা যায় বৌমা তো আমাদের তেমন নয়। আর ঐ কেলে ছোঁড়াটা? ওটার ওপর আমার রাগ আছে বটে কিন্তু ও যখন কাছে এসে মিষ্টি কথা কয় তখন কিন্তু বেশ ভাল লাগে, যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি মধুর হাঁসি আবার যখন বাঁশীটি বাজায়, তখন যেন প্রাণ কেড়ে নেয়, তবে একটু দুষ্টু বটে— এর, ওর, তার ননী-মাখন চুরি করে খায়, হয় তো বা ব্রজগোপীদের মেটে কলসী ভেঙ্গে দিলে এই পর্য্যন্ত। কিন্তু দুষ্টু হলেই কিছু লম্পট হয় না ওর মধ্যেও যে এতটা শয়তানী আছে তা তো মনে হয়না। তবে লোকে এমনটা রটায় কেন? পোড়া কপালে লোকদের স্বভাবই অমনি। কেউ কারুর ভাল দেখতে পারে না গা। হিংসেয় জ্বলে মরে। রাজার মেয়ে— আমাদের

গরীবের ঘরে এসেছে তাদের প্রানে সইবে কেন ? তাই যা তা রটিয়ে একটী অনর্থ সৃষ্টি করে। সবই ত বুঝি কিন্তু কুটিলে তো পেটের মেয়ে, আর বৌমা কে যে একেবারেই দেখতে পারে না — এমন নয়। তবে সে বলে কেন ? দূর হোক্ গে ছাই। আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছিনে।

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী— কি হচ্ছে মা জটিলা ? অভিমন্যু ভাল আছে তো ? একা একা কি বক্ ছিলে ?

জটিলা— আসুন, আসুন ? দেবী আসুন। আজ আমাদের বহু ভাগ্য যে এবাড়ীতে আপনার পদধূলী পড়লো। বৌমা ! শিগ্‌গির করে দেবীকে একটা আসন দিয়ে যাও তো।

(রাধা আসন আনিয়া বিছাইয়া দিল)

বসুন দেবী ! বৌমা ! প্রাণাম কর (রাধার প্রণাম) (দেবীর উপবেশন) (পরে জটিলার উপবেশন) দেবী ! একটা কথা আপনার কাছে জিজ্ঞেস্ করবো। বৌমা আমার দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে! ঘরের কোনে বোসে দিন রাত্তির কি জানি কি ভাবে ? আর সব সময় কেমন যেন আনমনা। খাওয়ার সময় নেই, নাওয়ার সময় নেই, আমি বলি তুই বাপু রাজার মেয়ে, আয়ানও দেখতে মন্দ নয়, গেরস্তা-

লীর কাজ কর্ম্ম, নাই বা করলি, দাস দাসী আছে—তোর আবার কিসের ভাবনা ? কিন্তু তাও সে কেবল ভাবে, আর কেমন যেন আনমনা হয়ে থাকে। দেবী। এমনটা ওর কেন হয় বলতে পারেন ?

পৌর্ণমাসী— জটিলা। এটা আর বুঝতে পারলে না? তোমার বৌমার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই, পরের কথা শুনে তোমার মায়ে ঝিয়ে মিলে বৌমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে গঞ্জনা দেও, এটা কি ওর কম দুঃখের কথা। সতী লক্ষ্মী মেয়ে কে মিথ্যে কলঙ্ক দিলে তার প্রাণে যে কি ব্যথা লাগে তা কি একবার ভেবে দেখেছ ? রাজনন্দিনী তাই মনের কষ্টে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

জটিলা— হ্যাঁ দেবী। ঠিকই বলছেন। আমার মনেও তাই বলে। কিন্তু কাল আমাদের কুটিলা না কি বৌকে সেই কেলে ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে এটা তো আর ঠেলে ফেলা যায় না।

পৌর্ণমাসী— ও কিছু না। কুটিলা হয় তো এক দেখতে আর দেখেছে। রাধা বোধ হয় সখীদের সঙ্গে কথা কচ্ছিল, কৃষ্ণও হয়তো সেই সময় রাখালদের, নিয়ে ঐ পথে মাঠে গরু চরাতে যাচ্ছিল। ভাল করে ঠাওর করতে পারেনি মনে করেছে বৌ কৃষ্ণের সঙ্গেই কথা বলছে তা নয় তা নয়। তোমাদের বৌমাটী তেমন মেয়ে নয় আমার কথায় বিশ্বাস কর।

জটিলা— দেবী ! আপনার কথায় তিলমাত্র আমার সন্দেহ নাই। কুটিলা হয়ত কি দেখতে কি দেখেছে বৌমা তো আমাদের তেমন মেয়ে নয়।

পৌর্ণ—তোমাদের বৌমাটী পুর্ণলক্ষ্মী আমি বলছি ওকে সন্দেহ করলে তোমাদের পাপ হবে। ওকে স্বচ্ছন্দে থাকতে দিবে বাইরে যেতে চাইলে আট্‌কে রেখনা। লক্ষ্মী যে চঞ্চলা গো,সে কি এক যায়গায় থাকতে পারে দেখো তাহলেই তোমারবৌমার কোন অসুখই থাকবেনা তা জটিলা তোমাকে একটী কথা বলতে মনে করে এসেছি !

জটিলা— কি বলবেন দেবী — বলুন।

পৌর্ণ— কথাটী আর কি——এই———

(মুখরার প্রবেশ)

মুখরা— বলি হ্যাঁ গা জটিলা। আজ যে বিজয়া দশমী। আমাদের গয়লা জাতের মধ্যে ছোটবড় সকল কেই বিকি কিনি করতে যেতে হয়। আজকে হোলো সাইতের দিন। আজ আমরা দুধদৈ নিয়ে সহরে বেচতে যাব— বৌ কেও আমাদের সঙ্গে পাঠাবে না কি ? ওমা— এই যে দেবী এসেছেন—আমার নজর পড়েনি ! দেবী প্রণাম হই (প্রণাম)

পৌর্ণ— আরে বড়াই যে ! তুমি যে আমার মনের কথাটাই বলে ফেল্‌লে আমিও তো এইমাত্র গিন্নী কে সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলেম্। আজকের দিনটা শুভ !

বিকি কিনিতে বেশ দুপয়সা লাভও হবে। তার উপর আজ যদি ভূতেশ্বর ভগবানের পূজো করা যায় তবে পতি পুত্রের আয়ু ও ধন লাভ হয়।

জটিলা— কিন্তু সেই কেলে ছোঁড়াটা– – – – (অর্দ্ধোক্তি)

বড়াই— এর মধ্যে আর কিন্তু টিন্তু নেই। আমরা সবাই জানি, দেবীও তাই বললেন। তা কেলে ছোঁড়াটার কথা বলছ, তাকে ভয় কি ? আমি সঙ্গে থাক্‌লে, সে ভয় নেই। হাজার কৃষ্ণ এলেও আমার নাতনীর ছায়া স্পর্শ করতে পারবে না। বলি বড়াই বুড়িকে আবার কে না ভয় করে ?

জটিলা— না মা, আমি সে কথা বলছিনে। দেবীর আদেশ এখন আর আমার কোন সন্দেহই নাই। আমি বলছি- লেম্, আজ শুভ দিন কিনা ? কানাইএর মা যশোদা রানী— আবার বৌমাকে ডেকে না পাঠায়। আজ শুভ দিন কি না ? শুভদিন পেলেই সে বৌমাকে ডেকে পাঠায় রান্নার জন্য। বৌমার হাতের রান্না নাকি খুব ভাল। তাই ভাবছি কি করা যায়।

পৌর্ণ— তোমার বৌমা যে কেমন রাঁধে তার খবর আমিও রাখি। দুর্ব্বাসা ঋষির বরে সে যা রাঁধে তাই অমৃত হয় এবং যে, সে অন্ন খায় তার আয়ু বাড়ে। কিন্তু তুমি আজ সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক। আজ একটা দিনের মত দিন আজ মা যশোদা নিজ হাতেই পাঁচটা ভাল জিনিস তৈরী করে কানাই কে খাওয়াবেন বলি ছেলের

মা তো ? তা মুখরা তো বৌমার সঙ্গে যাচ্ছে-ভালই হয়েছে। আবার দুচার জন সখীও সঙ্গে যাবে। এতে আর ভয় কি ? আমি রাধা ও অভিমন্যু কে স্নেহ করি তাদের যাতে অহিত হয় এমন কথাকি বলতে পারি ? দেওগে রাধাকে পাঠিয়ে।

জটিলা— দেবী- আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। (রাধার প্রতি) যাও বৌমা ভাল কাপড় চোপড় পরে তোমার দিদি মার সঙ্গে সই দের নিয়ে যাও। বেশী দুধদৈ যেন নিয়োনা, বইতে পারবে না—আর ভগবানের পূজোর জিনিষও সঙ্গে নিতে ভূলোনা বেশী দেরী করোনা-শিগ্‌গির চলে এসো।

মুখরা— দিদিমনি। তুমি তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নেও। আমিও তোমার সই দের নিয়ে সমস্ত ঠিক করে আস্‌ছি।

(দেবীকে প্রণামান্তে প্রস্থান)

জটিলা — আবার কবে পদধূলী দেবেন দেবী ? আপনি কিছু মনে করবেন না। বৌদের চাল চলন অন্য রকম হলে শাশুড়ী দুকথা বলেই। তা বলে ঘরের বৌ কি পর হয়ে যায়।

পৌর্ণ—তা বলবে বৈ কি ? এক শ বার বলবে, কিন্তু আমি বলছি বলার দরকারই হবে না। তোমাদের বৌ তেমন নয়। তুমি লোকের কথায় কান দিও না। কুটিলার কথা তেও না। কুটিলা সত্যিই কুটিলা বটে।

জটিলা—হ্যাঁ দেবী—কুটিলার মুখটা ভারি কটু। আমাকেই মাঝে মাঝে যাইচ্ছে তা শুনিয়ে দেয়। আমি কারুর কথাই শুনব না। (চিবুকে হাত দিয়া) যাও বৌমা তাড়াতাড়ি সেজে গুজে নেও গিয়ে— ওরা আবার এলো বলে। দুকথা বলি বলে কিছু মনে করো না। এতো তোমারই ঘর — আমরা আর কদিন আছি।

পৌর্ণ— আচ্ছা জটিলা ! আমি তবে এখন আসি ?

জটিলা— আমি আর কি বলব দেবী ? তবে এই মাত্র অনুরোধ আবার শিগ্‌গিরই যেন আপনার চরণধূলী পাই।

(জটিলার প্রণাম ও রাধার প্রণাম)

পৌর্ণ— রাজনন্দিনী— ভাগ্যবতী হও, সুখ শান্তিতে চির দিন বেঁচে থাক। (স্বগত) এ দিকের ব্যবস্থা তো হল এখন সে নবীন নেয়ের কাছে গিয়ে তাকে ও প্রস্তুত হতে বলি। আজ মানসী গঙ্গায় যুগলের তরনী বিহার দেখে নয়ন মন কৃতার্থ করিগে। (প্রস্থান)

জটিলা— চল বৌমা, এখন সেজে গুজে নেবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্কঃ

(তৃতীয় দৃশ্য)

(রাধার বেশ গৃহ — রাধা ও বিশাখা)

রাধা—(বিশাখার কানে কানে) — শুনলি ?

বিশাখা— এঁ্যা। সত্যি বলছিস্ সই ? আমিত যখনই ললিতার কাছে শুনেছি যে তোর বাইরে যাওয়া নিষেধ হয়েছে তখনই ছুট্তে ছুট্তে তোর কাছে এসেছি। তা আবার সে নিষেধ উলটে গেল কেমন করে ?

রাধা— যোগমায়া দেবী এসে সব উলট পালট করে দিয়ে গেলেন ধন্য দেবীর মায়া। তা তুই এখন যা সেজে গুজে শিগ্গির আয় গে। ললিতারা এল বলে।আমরা ভূতেশ্বর ভগবানের পূজা- অন্তে দুধদৈ বিক্রি করতে যাব।

বিশাখা— তা যাচ্ছি। কিন্তু দেবীর বলিহারি যাই। তিনি রাতকে দিন করতে পারেন। এই চললেম।

(প্রস্থানোদ্যতা)

রাধা আর শোন্। এদিকে তো বাড়ীর বের হবার অনুমতি পেলাম। কিন্তু যাকে দেখবার জন্য এতকাণ্ড করা হল, তার দর্শন তো আজ আর ভাগ্যে ঘটবে না।

বিশাখা— কেন ?

রাধা— তা বুঝলিনে ? আমরা নিত্য যে পথে সূর্য্যি পূজো করতে যাই, নাগর সেই দিকে চেয়ে থাকবে। আমরা যে মথুরার দিকে ভূতেশ্বরের পূজো দিতে যাব, তা সে কি করে জানবে ?

বিশাখা— তুই একটা আস্ত পাগল। আরে দেবী যখন এর ভার নিয়েছেন তখন কি আর সেদিক ঠিক না করেই এদিকের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন ? চলনা— পথে

যেতেই দেখতে পাবি নাগর হা পিত্যেশে তোর পথের দিকে চেয়ে আছে।হতাশ হসনিলো ।আমরাই কি আর যুগল মিলন না দেখে অমনি ফিরে আসবো ? কখখন না। আমি কিন্তু বেশ আছি— তোর মত আমার কড়া পাহারা নেই। আর গতিও আমার অবাধ।

রাধা—তা আর দেরী করছিস্ কেন,যা সেজেগুজে আয়গে। আমিও কাপড়টা বদলে নিই ।

বিশাখা— এই আমি যাব, কি আসব (প্রস্থান)

(দাসীগনের প্রবেশ গীত ও নৃত্য)

আয় সজনী সাজাই মোদের পরান কিশোরী।
(আজি) মদন মোহিনী বেশে সাজিবে গোরী—।
কেশ পাশ ঘন কালো, কবরী বাঁধিব ভালো।
মৃগমদ তিলক ভালো পরি ॥
সিঁথী মাঝে সিন্দূর--- যেন অনঙ্গ মন্দির,
অঞ্জনে রঞ্জিব নয়ন জোরি।
কাঁচুলি বাঁধিয়ে তার, গলে দিব মতি হার,
পরাইব সুচিকন নীল সাড়ী।
কটিদেশে কিঙ্কিনী, চরনে নুপুর মনী ॥
রূপে গুণে রাই ধনী কানু মনচোরী।

মুখরা— (নেপথ্যে) আরে ও দিদিমনি ! সাজা গুজা হলো বেলা হয়ে গেল যে, আবার সকাল সকাল ফিরতে হবে তো ?

রাধা— এই যাই দিদিমা ! ললিতা, বিশাখা তারা সব এসেছে ?

মুখরা—আরে হ্যাঁহ্যাঁ ঐযে আ‍ছে।তুই বাপু বেরিয়ে আয়।

(পশরাও পূজোপকরণ লইয়া প্রস্থান ঐক্যতান বাদন)

তৃতীয় অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

(গোবর্দ্ধন তট)

(সখাগন সহ কৃষ্ণের প্রবেশ)

সখাগন— হিও-ধবলী, হিও- শাঁওলী, হিও- সুরভী।

সুদাম— আয় ভাই কানাই। আমরা এই গাছের তলায় খেলা করি। গরুগুলো মানস গঙ্গার তীরে তো বেশ ঘাস খাচ্ছে।

কৃষ্ণ— আজ মনটা ভাল নয় ভাই। আমি বস্‌ছি তোরা খেল্ গিয়ে।

মধুমঙ্গল— কেন, আজ আবার তোর কি হল? ও বুঝেছি আজ বিজয়া দশমী কিনা? তাই দেবী দর্শন করতে হবে। কেমন তাই না?

কৃষ্ণ— তা বলছিস্ ঠিকই। কিন্তু বনের মধ্যে দেবী দর্শন মিলবে কেন

মধু— কেন মিলবে না? সে তো বৃন্দাবনের বনদেবী। তা সে দেখা যাবে। এখন আয়না এইখানটাতে একটু খেলা করে নিই। কি সুন্দর মানস গঙ্গার কুল।

কৃষ্ণ— না ভাই, আজ খেলতে মোটেই ভাল লাগছেনা। তোরা খেলা কর। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বনের শোভা দেখি।

সুদাম— আমি তোর সঙ্গে যাব। একা একা তোর বনের শোভা দেখে কাজ নেই। তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় না, কি জানি যদি তোর কোন বিপদ হয়।

আবার তুই কাছে না থাকলে আমাদের ও যেন কেমন ভয় করে।

(গীত)

ওরে ভাই কানাই, ছেড়ে দেব তোরে কেমন করে।
তোরে ছেড়ে দিতে, ব্যথা পাই চিতে, মোরাও থাকিযে তোর জোরে
একা ছেড়ে দিতে, ভয় লাগে মনে, কংশচর সদা ফিরে বনে বনে,
তুইরে নীলমনি, মোদের নয়ন মনি কখন কি জানি পড়িস্।
মায়া ঘোরে। মাতা যশোমতী ব্যাকুল হয়ে অতি,
মোদের করে তোরে দিয়েছে সম্প্রতি
না দেখিয়ে, তোরে থাকি কেমন করে
কানাই বলে সদা ভাসি আঁখি লোরে।

কৃষ্ণ — না ভাই, কোন ভয় নেই। এই এক্ষুনি আসছি।

সুবল— ও তা হচ্ছে না। আমি তোর সঙ্গে যাবই যাব।

কৃষ্ণ— বেশ তবে আয়। (উভয়ের প্রস্থান)

(ক্ষনপরে সুবলের প্রবেশ)

সুবল— সুদাম। মধুমঙ্গল। ভাই তোরা সব শোন্। কানাই বলে দিলে গরু গুলো কে গিরিরাজের তটে গোবিন্দকুণ্ডে নিয়ে ছেড়ে দিতে। সেখানে বড় বট গাছটির ছায়ায় আমাদের খেলাও হবে, গরু গুলোরও ঘাসখাও য়াংবে। কানাই এক্ষুনি এসে আমাদের সঙ্গে মিলবে। আয় চলে আয়,

মধু- সুদাম— চল চল— সেই ভাল। হিও ধবলী, হিও শাঁওলী, হিও সুরভী। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(গোবর্দ্ধন তট)

(কৃষ্ণের প্রবেশ ও গীত)

এস এস কোথা আছ প্রিয় ওগো রাধে।
তোমার বিরহে চিত্তে ধৈরয না বাঁধে॥
সখীগন সঙ্গে করি, দেখা দাও রাই কিশোরী,
প্রাণ কাঁদে না হেরি ও বদন চাঁদে॥
(এসে দেখা দাও, একবার এসে দেখা দাও—
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, ভুলে আর থেকো না কো)
তুয়া দরশন মনে, গোধেনু চরাই বনে,
মন প্রাণ সবই বাঁধা তোমারি রূপের ফাঁদে।
(ধেনু যে চরাই, বনে বনে ধেনু যে চরাই—
তোমারে দেখিব বলে বনে বনে ধেনু যে চরাই)
রইতে নারি,
ঘরে যে আর রইতে নারি,
দেখা দাও
(দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার এসো দেখা দাও)

(হতাশভাবে চিন্তা মগ্ন)

(গান করিতে করিতে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

(গীত)

কেন হেন দশা আজি তব রসময়।
কি দুঃখে দহিছে বল তোমার হৃদয়॥
(কি হয়েছে?)
(আজি তোমার কি হয়েছে?)
(বল বল আমায় বল আজি তোমার কি হয়েছে?)
কেন বা বদন শশী,
হয়েছে মলিন মসী

আঁখি বারি ঝরে কেন দীরঘ নিশ্বাস বয় ॥
চাঁদ মুখ কেন ম্লান হয়েছে ?
কাঁদছ কেন অমন করে কাঁদছ কেন ?
কিদুখে আজ কাঁদছ কাল. বল বল আমায় বল
হেরি তব কাঁদা মুখ
মনে পাই বড় দুখ
বল কিবা দুখেদুখী—সব দুখ হবে লয় ॥
(আমায় বল, দুখের কথা আমায় বল
সকল দুখ দূরে যাবে দুখের কথা আমায় বল)

কৃষ্ণ —(ব্যস্ত ভাবে প্রণাম) দেবী ? এতক্ষনে হত ভাগাকে মনে পড়েছে ? আমি আর দুখের কথা কি বলবো, আপনি ত সবই জানেন। আমার নয়ন মনি, সুখের খনি রাইধনী কে, পাই কেমন করে ? না পেলেও তো প্রাণ বাঁচে না। দেবী ! দেবী ! আর যে ধৈর্য্য ধরতে পারি না। আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

পৌর্ণ— আর তো তোমায় ধৈর্য্য ধরতে হবেনা। এক্ষুনি তাকে পাবে।

কৃষ্ণ —(সাহ্লাদে) অ্যাঁ পাব ? তাঁকে পাব ? কেমন করে পাব— দেবী বলুন বলুন !

পৌর্ণ— আমি তার উপায় বলে দিচ্ছি- কিন্তু তুমি কি তা করতে পারবে ?

কৃষ্ণ— পারবো দেবী- পারবো। আদেশ করুন আমাকে কি করতে হবে ?

পৌর্ণ— শোন তবে। মানস গঙ্গায় বেশ একখানি ছোট্ট

সাজান—নৌকা ভাসান আছে। তুমি নবীন নেয়ের বেশ ধরে সেই নৌকায় বসে থাকগে। রাজনন্দিনী সখীগণকে সঙ্গে করে সেই পথেই আসছে। তারা সব ভূতেশ্বরের পূজো করে, দুধ, দৈ বিক্রী করতে মথুরায় যাবে গঙ্গা পার হতেই হবে তুমিই হলে পারের নেয়ে। তোমার নৌকায় না উঠে তাদের গতি নেই। এখন বুঝলে তো ? কিন্তু দেখ যেন ধরা না পড় ?

কৃষ্ণ— না দেবী—সে ভয় করবেন না। আমি এক্ষুনি গিয়ে নবীন—নেয়ের বেশ ধরে নৌকায় উঠে বসে থাকছি ! তবে এই ময়ূরপাখা আর কৌস্তুভ ? তা একটা বুদ্ধি করে লুকিয়ে ফেলব কিন্তু দেবী। আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব আমিআর ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে

পৌর্ণ— পাওয়ার দরকারও নেই। এখন তোমরা দুজন সুখী হলেই আমরা বাঁচি। তাহলে আমি এখন আসি। সাবধান কিন্তু যেন ধরা পড়ো না।

কৃষ্ণ— এখন আসি দেবী। প্রাণাম হই (প্রণাম ও প্রস্থান)

পৌর্ণ— মন বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ যাই আমিও বৃন্দাকে নিয়ে গোপনে এদের জল বিহার দেখে নয়ন সফলকরিগে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্কঃ

(তৃতীয় দৃশ্য)

(মানসী গঙ্গাতট। দধি দুগ্ধের পশরা সহ সখীগন সঙ্গে)

(শ্রী রাধার প্রবেশ)

তুঙ্গবিদ্যা— গীত,,

ধনী ধনী বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী- প্রেম তরঙ্গিনী,
চলইছে শ্যাম বিহারে॥
চলইতে চরণের. সঙ্গে চলু মধুকর,
মকরন্দ পান কি লোভে।
সৌরভে উনমত, ধরনী চুম্বয়ে কত,
যাঁহা যাঁহা পদ চিন শোভে॥
কনক- লতা জিনি,জিনি সৌদামিনী,
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিনী কিনি কিনি, কঙ্করাজ ধ্বনি,
চলইতে সুমধুর বাজে॥
হংসরাজ জিনি, গমন সুবলনী,
অবলম্বন সখী কাঁধে।
তুঙ্গ বিদ্যা রটে, আওল গঙ্গা তটে,
পারে যাবার উপায় বল রাধে॥

রাধা— সইরে তুঙ্গ! যার জন্য তোরা সব এত কৌশল করলি -কই তারতো দেখা নেই। তা এ পথের কথা সে তো জানেনা, আসবেইবা কেন?

তুঙ্গ— সই, সে সব পথই চেনে, সব পথেই আসে। যখন যে পথে থেকে যে তাকে পেতে চায়, সে সেই পথে গিয়েই তার সঙ্গে দেখা করে। তুমি ভেবোনা সই।

এটা তো গোবর্দ্ধনের তট, এখানেও সে ধেনু চরাতে আসে। দেখা হতেও পারে।

রাধা— সই, সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ? আমি কি বঁধুয়ার দেখাপাব ? ধিক্ ধিক্ এ পরাধিন জীবন। এ পোড়া অদৃষ্টে সে সুখ নেই। দেখ দেখি বঁধুর সখাদের কপাল। সারা দিন বঁধুর সঙ্গে থাকে, খেলা করে, হাঁসি মস্করীর অন্ত নাই কি সুখেই থাকে ! আর আমি দিনান্তে যে একটিবার চোখের দেখা দেখব তাতেই কত বাধা। না না সই, আমিযে আর চলতে পারিনে কমলাটা কানে কতক গুলো কি ছাই পরিয়ে দিয়েছে তার ভারে আর চলা যায় না।এইখানে একটু বোসনা ভাই !

ললিতা— গয়না গুলো কিছু খুলে দেব— পাতলা হলে তখন তো চলতে পারবে ?

রাধা— আরে নারে না ! আমি দস্তুর মত হাঁফিয়েই উঠেছি ! একটু না বোসলে আর পারি না।

ললিতা— তা বেশ বোস এই কদম গাছের নীচে (স্বগত) ললিতার চোখে ধূলো দেওয়া কঠিন ! রাধা ঠাকরুণ বললেন বড্ড হাঁফিয়ে পড়েছি একটু না বস্‌লে পারিনে কিন্তু আমি তো জানি সব ? মরি মরি কি বিচিত্র প্রেম ! বঁধুকে দেখবার আশায় প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে, অমনি অঙ্গে সাত্বিক বিকার দেখা দিয়েছে— চোখে জল, সারা গায়ে কদমের মত কাঁটা কাঁটা

হয়েছে, পাদুখানি অবশ আরো কতকি। কিন্তু বলা হল বড্ড হাঁফিয়ে পড়েছি। তা এতটা আকুল না হলে কি কারুর ভাগ্যে শ্যাম দর্শন ঘটেগা? (প্রকাশ্যে) সই তোমার দিদি বুড়ির মজাখানা দেখ একবার। আমাদের পথে বের করে বুড়ি— আসছি বলে যে গেছে আর তাঁর দেখা নেই।

রাধা— তাই তো! দিদিমা তো কই এখনও এলেন না। আমরা সবাই যুবতী, একজন বুড়ো মানুস সঙ্গে না থাকলে কি চলে। আবার এদিকে দেখছিস্—আকাশে কেমন কাল মেঘ উঠেছে আবার মেঘের কোলে বিজ্‌লী খেলছে? কি বিপদেই পড়লেম এখানেতো কারুর ঘর বাড়ী নাই যে একটু মাথা লুকান যাবে।

বিশাখা— এ আর বিপদ কি? আমি বলি ভালই হয়েছে মেঘ দেখা দিয়েছে। আমাদেরও ভাগ্যাকাশে শ্যাম ঘন এক্ষুনি দেখা দিবে? আর আকাশের মেঘের কোলে বিজ্‌লী খেলছে— এখানেও শ্যাম মেঘের কোলে রাই বিজ্‌লী খেলবে। এটা তো সুলক্ষণ। ভয় কিলো? আমরাও তো তোর সঙ্গে আছি।

রাধা— (বাধা দিয়াভ্রূভঙ্গি করিয়া) যাঃ! তুই বড় বাচাল সব সময়েই তোর ঠাট্টা। এখন পারের উপায় কি হবে তাই দেখ। দেখ্‌না গিয়ে এপারে কোন নৌকা আছে না কি?

বিশাখা— তা আমিই নৌকা দেখছি ললিতা থাক ওই কথাটা শেষ করবে। (প্রস্থান)

রাধা— তোদের হেঁয়ালী যে বুঝতে পারছিনে।

ললিতা— এর আর বোঝা বুঝি কি ? আমাদের শ্যাম মেঘ এসে যখন রাই বিজলীকে কোলে নেবে তখন বিজলী তো ঢাঁকা পড়ে এক হয়ে যাবে। মেঘ বিজলী এক হলে বিজলীকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, তখন কি উপায় হবে বল দেখি ?

রাধা— (ললিতার গালে গুলচা বসাইয়া) দূর হয়েযা পোড়ার মুখী, খালি রং, ঢং, নিয়েই আছিস্ কাজের বেলায় কিছুনা। এখনত পারে যাবার নামটি নেই। ও দিকে যে সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে, সে কথা কি ভুলেই গেছিস ? বিশাখা সেই কোন যুগে গিয়েছে এখন ফিরল না, তুই দেখনা এগিয়ে ?

ললিতা—ওঃ বাবা ! এযে একেবারে রনচণ্ডী মূর্ত্তী। আচ্ছা যাচ্ছি ঠাকরুন ! এপারে কোন নৌকা আছে কি না দেখে এসে বলছি (একটি উচ্চ টিলায় আরোহন করিয়া) হ্যাঁ হাঁ ঐ বটে একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে। আর নৌকার উপর বসে নেয়ের এক ছোড়া সেজে গুজে বেশ মধুর সুরে গান গাচ্ছে।

(নেপথ্যে কৃষ্ণের গীত) চলল খেয়া তরী ওরে সময় বয়ে যায়
পারে যাবি কেরে তোরা আয় আয় আয়॥

রাধা— ডাকনা ওকে ? নৌকা নিয়ে এসে, আমাদের পার করে দিক। গানতো শুনা যাচ্ছে ! গলার আওয়াজটা যেন চিনি বলেই মনে হয়।

ললিতা—ওহে ও নেয়ে ! আমরা পারে যাবো শিগ গির নৌকা নিয়ে এসে আমাদের পার করে দাও।

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা— সখী ! কাকে পার করে দিতে বলছিস্ । আমি ত এপারে কোন মাঝি মল্লা দেখ্‌তে পেলাম না।

(ললিতা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল বিশাখা নিরীক্ষন করতঃ) ও এযে গিরিরাজের আজ অপার করুণা দেখছি। তানা হলে এমন সময় এ অবলাদের কি উপায় হতো। ও নাবিক নৌকা নিয়ে এদিগে এস, আমরা সকলে পারে যাবার প্রতীক্ষায় বসে আছি.

(নাবিক বেশী কৃষ্ণের নৌকায় বসিয়া গীত ভাটিয়ারি রাগ)

চলল খেয়া তরী ওরে সময় বয়ে যায়।
পারে যাবি কেরে তোরা আয় আয় আয়॥
মানস গঙ্গায় থাকি বসে, পার করেদি দিবানিশে,
যত সব নব যুবতি আসে, পার হয় এ নব ডিঙ্গায়।
পারের কড়ি নয়রে ভারি, করি নাকো (আমি) দোকানদারী,
(আমায়) একটু ভালবাসা দিলে পরি,(সবাই) মনের সুখে পারেযায়।
নইগো আমি নূতন নেয়ে, জনম গেল তরণী বেয়ে,
চাঁদ বদনী গোপের মেয়ে, পার হ'ল (কত) তা বলা দায়।

(বিশাখার গীত)

হে দেহে সুন্দর নেয়ে সময় যায় যে বয়ে
কুলেতে আনহে খেয়া তরী।
মোরা যাব মথুরায় আছি পারের প্রতিক্ষায়
পার কর দিব পারের কড়ি॥
কুলে থেকে তোমায় ডাকি পাওনা শুনতে নাকি
পার কর এসত্বরা করি॥

ওনেয়ে তোমায় এত ডাকছি তুমি কি আমাদের ডাক শুনতে পাচ্ছনা আকাশে যে মেঘ উঠেছে তাড়াতাড়ী নৌকা এনে আমাদের পার করে দাওনা!

নাবিক— (গীত)

ওগো! কে তোমরা খঞ্জন নয়নী?
এ হেন সুন্দর সাজে বল যাবে কোন কাজে।
বলনা বলনা তাই শুনি॥

সুন্দরীগণ আগে তোমাদের পরিচয় দাও তার পরে পার করবো।

ললিতা— (গীত)

শুনহে সুন্দর নেয়ে, ত্বরা এস তরী নিয়ে
আমরা গোপের মেয়ে সবে ব্রজ তরুণী।
দধি দুগ্ধ বেচিবারে, যাব মথুরার পারে,
মোদের সাথে বৃষভানু নন্দিনী॥

নাবিক— কি বললে বৃষভানু রাজ কুমারী পারে যাবেন? কি ভাগ্যি! সুন্দরী গণ- একটু অপেক্ষা কর। তরী খানি পাকে পড়েছে — আর বাতাসও উল্টা বইছে।

ললিতা— তবেই তুমি পার করেছ আর কি? এতক্ষন ধরে ডিঙ্গি খানাকে কুলেই আনতে পারলে না-পার করতে যে রাত্তির হয়ে যাবে।

নাবিক— কোন চিন্তা নাই সুন্দরী। বাতাসটা উল্টা বইছে কিনা, তাই এগিয়ে যেতে দেরী হচ্ছে। সব সময় কিছু এমনটা থাকবে না। আর তোমরা একবার নৌকায় চেপেছ কি তিন তুড়িতে পার করে দিয়েছি।

ললিতা— (সখীদের প্রতি) দেখ দেখ ভাই – এগিয়ে আমার কাছে এসে দ্যাখ ডিঙ্গাখানি কেমন সুন্দর। আবার নেয়েটি আরও সুন্দর, একটা দেখবার জিনিসবটে
(রাধা সহ সখীগণের তথায় আগমন ও দর্শন)

বিশাখা— বাঃ, কি চমৎকার। নৌকাখানি ছোটবটে কিন্তু এত সুন্দর যে এমনটী আর দেখিনি। সোনা রুপার পাত দিয়ে মোড়া, চার ধারে ছোট ছোট ঘুণ্টি ঝুন্ ঝুন্ করে বাজছে। কেরোয়াল খানি মনি দিয়ে গড়া, চক্ মক্ করছে। তার উপর ফুলের মালা দিয়ে এমনকরে সাজিয়েছে যে তা দেখলেই মন ভুলে যায়।

রাধা— হ্যাঁ সই, সত্যিই বলেছিস্। আর নেয়েটিই বা কত সুন্দর! রতনের ফালি দিয়ে কেমন সুন্দর পাগড়ি বেঁধেছে, দুই কানে কদমের ফুল, যেন কুণ্ডল ঝুলছে কুন্দ ফুলের মালা দিয়ে গয়না করেছে। আবার কি সুন্দর হেসে হেসে কথা কইছে? আমার ত মনে হয় এ ব্যবসাদার নেয়ে নয়— সখ করে নেয়ে সেজে নৌকা বইছে। আর রূপ খানি? মানুষের এমন রূপ ত দেখা যায় না! নেয়ের ছেলের কি এত রূপ থাকে।

বিশাখা— তা আমি কি বলবো ভাই।তবে মনে যেন কেমন একটা খট্কা লাগছে! (রাধার কানে কানে তর্জ্জনী সঞ্চালন পুর্ব্বক) কেমন তাই না।

নাবিক— (বিশাখার ভঙ্গি দেখিয়া ধীরে) ওইরে— এরা চিনে ফেল্লনা কি? না চিনলেও সন্দেহ করেছে। এখন কি করি? এ ছাই রূপ যে ঢাঁকাও যায়না। কিন্তু চিনলে পরে সব আমোদটাই মাটি হয়ে যাবে। আচ্ছা এক মজা করা যাক্ (নৌকা হইতে নামিয়া প্রকাশ্যে) সুন্দরী সব এইত নৌকা এনেছি এবার এস একে একে নৌকায় চাপ।

রাধা— সখি ! নেয়েকে জিজ্ঞেস্ কর্ পারের কড়ি কত দিতে হবে ? ওর যা ভাব দেখছি তাতে পরে কড়ি নিয়ে গোল বাধাতে পারে।

নাবিক—রাজনন্দিনী ! সে ভয় করোনা ? তোমরা দয়াকরে যা দেবে, আমি তাতেই খুসী—। তুমি রাজার মেয়ে আমার কত ভাগ্যি যে তুমি আমার নৌকায় পার হবে। তা তুমি কি আর আমাকে কম দেবে ? তা যা ইচ্ছে হয় দিও— তবে আমি একটু স্নেহ ভালবাসি। কেউ ভাল বাসলে আমি তার কাছে— বিকিয়ে যাই আমার স্বভাবই এমনি। এখন উঠো।

বিশাখা— তা উঠছি ! তোমার নাম কি নেয়ে আর বাড়ী কোথায় ?

নাবিক— আমাকে সকলে রসিক নেয়ে বলে ডাকে, আর পিরীতি নগরে আমার বাস, শুনলে তো ?

ললিতা— বাঃ, তোমার নামটি তো বেশ চমৎকার। রসিক নেয়ে ! তা তুমি রসিকই বট, নইলে পিরীতি নগরে তুমি থাক ? সেখানকার লোক সবই বুঝি তোমার সঙ্গে পিরীতি করে ? এখন তুমি নৌকা ধর ঠিক করে, আমরা উঠি।

নাবিক— (জোড়হাতে) কিন্তু আমার নৌকায় উঠতে হলে একটা নিয়ম মানতে হবে।

ললিতা— নিয়মটা কি বলে ফেলনা ?

নাবিক—নিয়মটা এই—আমার নৌকায় যারাউঠে তাদের

নিজ হাতে আমি পাধুয়েই দেই। খেয়া পিছু অন্ততঃ একজনের পাধোয়ান চাই তোমাদের রাজনন্দিনী কে বল, আমি তাঁর চরণ ধুইয়ে দেবো!

(ললিতা- বিশাখা রাধার পানে চহিল রাধা নিষেধ করিল)

বিশাখা— মোটেই তা হবেনা বাপু! জান তো রাজার মেয়ে, তায় আবার কিশোরী। বলি লজ্জা-সরম তো আছে! আর তোমার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয় নেয়ে হয়ে রাজার মেয়ের অঙ্গ স্পর্শ করতে চাও?

নাবিক— তা আমি কি করব? আমি তো আর চির কালের নিয়ম ভাঙ্গতে পারিনে! তা তোমরা যদি তা না দেও – আমিও নাচার পারে যাব না।

বিশাখা— এই ফেল্‌লে ফ্যাসাদে। (রাধার প্রতি) ভাই তুই রাজিহ আর এতে তোর দোষটাই বাকি? 'পা'— ইত ধোয়াবে, আরতো কিছু করবে না, তোর ভয় কি আমরা তো আছি। তা হলে নেয়েকে বলি?

(রাধা মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল)

বিশাখা— ওহে নেয়ের পো! তোমার জেদ্‌টাই বহাল থাক্‌ল বাপু! এখন রাজ কুমারী পা ধোয়াবে এস! জোর বরাত বটে তোমার, তাই ঐ চরণ স্পর্শ করতে পারলে!

নাবিক— ঠিক বলেছ সুন্দরী— আজ আমার ভাগ্যের সীমা নাই।

(ঘটের জলে পা ধোয়াইতে গিয়ে গীত)

গীত—শ্রীচরণ বল কেবা পায়,
যে চরণে শরণ নিলে, সব দুখ দূরে যায়॥
বহু পুণ্য ফলে আজি পেলাম সেই শ্রীচরণ,
সফল হল নেয়ে গিরি সফল আমার এ জীবন।
মধু লোভে ও পাদ পদ্মে কত অলি ওই লুটায়॥

(পাধোয়াইবার পর পাদোদক শিরেধারন)

আজ সত্যি সত্যিই আমার নেয়েগিরি সফল হ'ল। মা সিদ্ধাদাত্রী মানসগঙ্গা! জয় হোক্ তোমার জয় হোক্।

রাধা— (স্বগত) এঁ্যা, একি হ'ল? নেয়ের পরশে দেহে এত আনন্দ আসে কেন? শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলছে। এক বঁধুর স্পার্শ ভিন্ন শরীরেতো এমনবিকার কখন হয় না। তবে এমনটী হ'ল কেন? নেয়ে কি সত্যিই নেয়ে, না আমার বঁধু নেয়ে সেজে এসেছে? বঁধু বলেও ত মনে হয়না। তা যদি হবে তবে আমার পায়ের জল মাথায় নেবে কেন? হায়হায় একি বিপদ হ'ল? সখীরা আমার এ ভাব লক্ষ্য করলে কি বলবে।

(ভাব গোপন)

নাবিক— সুন্দরী সব! আমার আর একটা কথা আছে।

ললিতা— আবার কথা? তা হ'লে দেখ্‌ছি তোমার পার করার মতলব নয়; এই খেয়া ঘাটেই দিন যেতে চল্‌ল। আচ্ছা বিপদেই পড়া গেছে নিয়ম যদি মানা গেল ত এখন আবার কথা। বলি কথাটা কি বলে ফেল তো বাপু।

নাবিক— কথাটা খুব দরকারি কি না-তা দেখতেই পাচ্ছ

নৌকাখানি ছোট তোমারা সব্বাই যুবতী আর পুরুষের চেয়ে মেয়েদের দেহ ভারি হয়। তাই বলছিলেম কি, তোমরা একএক জন করে পার হও।

ললিতা—বেশ মজার কথাটা বললেত বাপু! আমরা একে কুলবতী তায় আবার তরুণী। তুমিও দেখছি তরুণ আমরা যদি এক এক জন করে পার হই তো লোকে বলবে কি? বিশেষ এক এক জন করে পার কর্‌তে গেলে যে এইখানেই সন্ধ্যা হয়েযাবে।

নাবিক—তা কি করবো বল, তোমরা এত ভার নিয়ে যদি সবাই মিলে একসঙ্গে নৌকায় চাপো, তবেযে সর্ব্বনাশ নৌকাও ডুববে, তোমরাও মারা যাবে আর আমারও রুজী মারা যাবে তখন কি হবে বল।

ললিতা— আর বাপু বলতে পারিনে। আমরা সবাই এক সঙ্গে পার হব তোমার ইচ্ছে হয় পার কর নইলে আমরা চলে যাই।

নাবিক— তবেএস আমি বলে খালাস, বিপদ ঘটলে আমি তার জন্য দোসী নই।

ললিতা— আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন দয়া করে নৌকা খানা ঠিককরে ধরে রাখ আমরা সবাই উঠি।

(নাবিকের তদ্রূপ করনওসখীগণসহ রাধিকার নৌকারোহন

বিশাখা— (নৌকায় উঠীয়া এদিক ওদিক দেখিয়া) ও ললিতে ও তুঙ্গ! বাহির থেকে তো নৌকা দেখে ভুলে গেছ্‌লি কিন্তুএকটা ছ্যাঁদারে। ওমা ছ্যাদাদিয়ে যেগল গলিয়ে জল উঠ্‌ছে শেষেকি মাঝগঙ্গায় ডুবে মরবো।

নাবিক— ও কোন ভয় করোনা সুন্দরী। তা ছ্যাদার কথা বল্‌ছ? ও চিরদিনই আছে। ঐ ছ্যাদা নিয়েই তো রোজ লোক পার করছি। যদি ধারাজীর দয়া হয় তবে এক দণ্ডে পার করে দেবো। তোমরা সকলে ধারাজীর জয় দাও—

সখীগণ— জয় ধারাজীকি জয়।

নাবিক— (নৌকায় চড়িয়া) বাস্‌— এ বার সব সামালে বোস। আর একবার ধারাজী– গঙ্গাজীর জয় দাও।

সখীগণ— জয় ধারাজীর জয়– জয় গঙ্গাজীকি জয়।

(নাবিক কিছু দূর গেল, পরে রাধার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড় ফেলিয়া দিয়া নিষ্ক্রিয় হইল)

বিশাখা— কিহে নেয়ে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? দাঁড় মারো।

নাবিক— দাঁড়িয়ে রইবো না?—আমিতো আর এক সঙ্গে দুই কাজ করতে পারিনে।

ললিতা— বলি তোমার আবার দুই কাজ কি? দাঁড় মেরে নৌকা চালান এই তো তোমার এক কাজ,তা আবার দুকাজ কোত্থেকে এল?

নাবিক— এলোই তো। তোমাদের রাজ নন্দিনী অমন সুন্দরী কেন? আর তাঁর মুখ খানাই বা অমন্ চাঁদ পানা কেন?ঐ চাঁদ পানা মুখ দেখবোনা দাঁড় বাইবো?

বিশাখা— ও বেল্লিক নেয়ে, তোমার আস্পর্দ্ধাও তো কম নয়? নেয়ে হয়ে তুমি রাজার মেয়ের দিকে হাত

বাড়াতে চাও ? ধন্য তোমার সাহস।

নাবিক— তা আস্পর্দ্ধাই বল আর সাহসই বল, আমি যতই ও মুখখানি দেখছি ততই আমার আরও দেখবার লোভ হচ্ছে—এখন বলত কি করি ? এ ত যে সে রূপ নয়, যেন লক্ষ্মীই মানুষ হয়ে এসেছেন।

(গীত)

কিবা অপরূপ রূপ ভুবন মোহন।
লাখ চাঁদ নহে সম ও রূপের কন॥
রূপের বালাই যাইরে,
শ্রী রূপের বালাই যাইরে—
চাঁদের রূপ সে কোথায় লাগে ?
আমাদের শ্রী- রূপের আগে···
লাখো চাঁদ সে কোথায় লাগে ?···
পদে লুটায়
লাখো চাঁদ সে, পদে লুটায়,
ও রূপের একটি কনায়···
লাখো চাঁদ সে পদে লুটায়,
লাখো চাঁদ নহে সম- ও রূপের কন।
প্রতি অঙ্গে ঢল ঢল কি মাধুরী ঝরে,
কোটি কাম পদ তলে লাজে কেঁদে মরে॥
রূপের তুলনা নাই,
শ্রী রূপের তুলনা নাই,
কেঁদে মরে
কাম সে যে কেঁদে মরে,
কোটি কাম লাজে কাঁদে
শ্রী রূপের মোহন ছাঁদে,

তার রূপের গরব ছুটে গেল
এ'ক মদন মোহিনী এল
রূপের গরব ছুটে গেল...

কোটি কাম পদ তলে লাজে কেঁদে মরে ॥)
কি লাবনী আছেরে ঐ রূপ খানি ঘিরে,
ঐ রূপে নয়ন দিলে নয়ন নাহি ফিরে।
(আর ফিরল না,
নয়ন যে আর ফিরল না
যেই রূপে নয়ন দিলাম, নয়ন তো আর ফিরলনা।
মিটল না রে
নয়নের আশ মিটল নারে।
ঐ রূপে নয়ন দিলে নয়ন নাহি ফিরে ॥)
(রূপ সাগরে ভাসিয়ে দিনু আমার মনের না
ঘুর্ণি পাকে ডুব্‌ল তরী আর ত উঠ্‌ল না ॥
তরী খানী ডুবে যে গেল ...
মনের তরী ডুবে যে গেল
ঘুর্ণি পাকে পড়ে ডুবেযে গেল
নয়ন ঘূর্নি পাকে পড়ে-- মনের তরী ডুবে যে গেল,
উঠলো নারে
তলিয়ে গেল উঠ্‌লো নারে
রূপ সাগিরের অতল তলে তলিয়ে গেল উঠলো নারে
ঘূর্নি পাকে ডুবল তরী আর ত উঠল না) ।

সুন্দরী সব, তাই বলছিলেম— আমি আর নৌকা চালাতে পারবো না। হাত পা আমার অবশ হয়েগেছে আর মন ত রূপ সাগরে ডুবেই আছে। (উপবেশন)

ললিতা— ওহে রসিক নেয়ে এখন রঙ্গ রস রাখ দাঁড় ধর। বলি তোমার বুকের পাটাটাও ত কম নয় ? তুমি

চাইছ রাজনন্দিনীর সঙ্গে প্রেম করতে ? বামন হয়ে চাঁদে হাত ! আমরা অবলা বলেই এতটা সহ্য করলেম্ আর এই মাঝ গঙ্গায় কর্ বইবা কি ? তীরে হলে না হয় একটা বুঝা পড়া যেত। যাক এখন দাঁড় ধর, নৌকা চালাও। অমন করে বসে বসে রাজকুমারীর পানে হাঁ করে চেয়ে কি দেখ্ ছ ? বলি বেল পাকলে কাকের কি ?

নাবিক— হ্যাঁ তা বটে। তা আমিই বা কি করবো ? যে উল্‌টো বাতাস বইছে— তাতে পাড়ি মারা শক্ত তবে দাঁড় ধরতে পারি, যদি তোমাদের রাজকুমারী আমার কথামত কাজ করেন।

বিশাখা— মুখ সাম্‌লে কথা বল নেয়ের পো ! এ রাজ-কুমারী, আরতুমি ? তুমি নেয়ে! বলি রাজকুমারী কেন তোমার কথা মত কাজ করবেন।

নাবিক— তা না করলে আমার কি ? আমি ভাল কথাই বল ছিলেম্।

ললিতা— তোমার কথাটা কি শুনি ?

নাবিক— কথাটা এই রাজকুমারীর নীল সাড়ী দেখে মেঘ মনে করে বাতাস জোরে এই দিকে বইছে, ঐসাড়ীখানি যদি গঙ্গায় ফেলে দেন, তবেই এ বিপদ কাটে।

রাধা— বলি ও ললিতে ! নেয়ে কে বলনা– আমি নাহয় নীল সাড়ীখানা বদলিয়ে একখানা সাদা সাড়ী পর্‌লেম কিন্তু নেয়ের গায়ের রং যেনীল তাকি করে সাদাহবে ?

ললিতা— কেন, সে আর এমন কঠিন কি ? নেয়ের মাথায় আমাদের কেঁড়ের ঘোল ঢেলে দিলেই পা থেকে মাথা অবধি সব সাদা হয়ে যাবে। আগে তাই দিয়ে পরখ করা যাক না। বাতাস কমে কি না ? কেমন ? রাজি আছ ত নেয়ে ?

বিশাখা— ও হে রসিক। তোমার রসিকতার পালটা জবাব পেলেত ? নাও এখন ঐ ঘোল ঢালা মাথা নিয়ে দাঁড় মারো। আর জালিয়ো না বাপু, নৈলে সত্যি সত্যিই মাথায় ঘোল ঢালবো কিন্তু। তোমার নায়ে পা দিয়ে ঝকমারি করেছি।

নাবিক— তোমরাও ত বেশ রসিক্ দেখছি। কিন্তু আমি কি করবো ? আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু না খেলে আর দাঁড় বাইতে পারব না। খিদের জালায় হাতে পায় খিল্ ধরছে।

ললিতা— তা কিছু না খেলে যখন দাঁড় বাইতে পারবেনা তখন তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি ? কি খাবে ? আছে ত অনেক জিনিষ— এই কিল, চড় কান-মোলা, ঘুসি, চিমটি এর কোনটি খাবে বলত রসিক্ ? (সইদের প্রতি) ওলো তোরা সব এগিয়ে আয় রসিককে খাইয়ে দে—(সখীগণ তদ্রূপ করনেউদ্যত)

নাবিক— আরে না-না-, তা কেন খাবো ? তোমাদের সঙ্গে ত দেখছি দুধ দৈ ছানা মাখন অনেক জিনিসই আছে তাই কেন দাও না ?

বিশাখা— মন্দ কথা নয়। ভূতেশ্বর ভগবানের পূজোর নৈবিদ্যি আমরা ভূতকে খাইয়ে শেষে জলদিয়ে পূজো করি। আর বিকি কিনি চুলোয় যাক্— কেমন এই না? আজ বিজয়া দশমীর সাইত আচ্ছা ঝকুমারী করে বেরিয়ে ছিলাম।

নাবিক— তা তোমরা যদি আমার কোন কথাই না রাখ তবে আমিও তোমাদের কোন কথাই শুনবনা দেখি কে তোমাদের পার করে দেয়? আর অন্য নেয়েও নাই যে তার নায়ে পার হবে? ঠিক যেন আমিঃ পারের কাণ্ডারী—

ললিতা— বিশাখা তা হলে এখন আর কি করবি বল্। ও বেচারা খেতে পেলেই যদি দাঁড় ধরে পার করেদেয় তা হলে এখন সকলে মিলে কিছু কিছু করে মাখন খাইয়ে দে। মাঝ গঙ্গায় তক্ক করা বোকামী। বেলা যে শেষহয়ে এল হায় হায় কি বিপদেই পড়া গেছে গো?

বিশাখা— আচ্ছা তাই ভাল। নেয়ের পো! খাবে ত এগিয়ে এস, ওকি ভয় করছ কেন? ভয় নাই—আমরা কিল চড় খাওয়াব না— সত্যি কারের দুধদৈ- ছানা মাখনই খাওয়াচ্ছি।

(নাবিক অগ্রসর হইলে সখীগণ দধি দুগ্ধ ইত্যাদি খাইতে দিল এবং নেয়ে খাইতে লাগিল)

নাবিক— (অর্দ্ধ ভোজনের পর) আঃ কি মিষ্টি। এমন মিষ্টি আর কখনো খাইনি দ্যাখ। রাজকুমারী তো

আমায় কিছু খেতে দিলেন না।

বিশাখা— আরে তোমার তো পেট ভরা নিয়ে কথা– তা, আমরা দিলে কি তোমার পেট ভরবে না।

নাবিক— তা ভরবে না কেন ? তবে আমি বলছিলেম কি তোমরা সবাই দয়া করে আমায় খেতে দিলে, ওঁর জিনিষটা যে কেমন তা চোখেও দেখলাম না। তা উনি যদি না দেন ভালই।

রাধা— আচ্ছা, আচ্ছা। (দধিদান) এই নাও। ঝট্ পট্ খেয়ে নিয়ে আমাদের তাড়া তাড়ি পার করে দাও।

নাবিক— (কিছু খাইয়া) আঃ— এ যে অমৃত। রাজ– নন্দিনী।এইঅমৃত থেকে আমাকে বঞ্চিত করছিলেন ? কিন্তু আগে থেকেই পেট ভরে গেছে। আর ত খেতে পারিনে, পেটে ত আর যায়গা নেই। হে উ– উ– (উদ্গার)

তুঙ্গ— এতেই তোমার পেট ভরে গেল ? অৰ্দ্ধেক জিনিষ ত পড়েই রইল ? না– না, তা হবে না সব খেয়েফেল।

নাবিক— সুন্দরী। আজকের মত এত খাওয়া কোন দিন খাইনি। তোমাদের মিষ্টি ভাল বাসতেই আমার পেট ভরে গেছে। দুধদৈয়ের স্থান কোথায়।

ললিতা— নাও— ছিষ্টী ছাড়া কথা শোন। ভালবাসাতে কখন পেট ভরে ? আর আমরা ত তোমায় ভাল বাসিনি, বরং গালিই দিয়েছি।

নাবিক— ঐ যে গাল দিয়েছ– ওই গালের মধ্যেই পুরো

ভালবাসা লুকিয়ে আছে, নৈলে সবটা খাওয়াবার জন্য এত চেষ্টা করছ কেন ? আর ভালবাসাতে শুধু যে পেটই ভরে তা নয়, ভালবাসাতে সব খিদেই দূরে যায়। তোমাদের মন জেনেই ত আমি চেয়ে খেলাম। কেউ যদি আমায় ভাল না বাসে— তা হলে আমি তার কখন চেয়ে খাইনে।

বিশাখা— তাবেশ। এখন তো পেট ভরেছে ? এবারটি দাঁড় ধর আর মিছে মিছি দেরী করোনা।

নাবিক— ঐ এক কথা। 'দাঁড় ধর পার কর'— আর ভর সইছে না। কি বিপদেই পড়লাম গা ? এই সবে খেয়ে উঠলাম, একটুও বিশ্রাম করিনি। খাওয়াটাও খুব বেশী হয়েছে। এখন একটু বিশ্রাম না করলে কি চলে, হে-উ-উ, (শয়ন করিল)

ললিতা—ও বাবা। এবার যে শুয়েই পড়ল ? বলি তোমার মতলবটা কি ? খেয়ে দেয়ে কোথায় দাঁড় ধরবে, না দিব্বি লম্বা সটান হয়ে শুয়ে পড়লে আক্কেলের বালাই নিয়ে মরে যাই। বলি ও নেয়ে। ঘুমুলে নাকি?

রাধা— আচ্ছা নেয়েত। আমাদের মাঝ গঙ্গায় টেনে এনে রং করা হচ্ছে। ললিতা। দেত ঐ কেঁড়ের সব ঘোলটা ওর মাথায় ঢেলে—এক্ষুনি ঘুম টুম কোন দিকে যাবে।

নাবিক— (ব্যস্ত ভাবে উঠিতে২) আরে না-- না, ঘোল টোল আর গায়ে ঢেল না। তোমরা তো কম নও ? আমারি নৌকায় উঠে আমারি মাথায় ঘোলঢালতে চাও?

বিশাখা— না ঢেলেই বা কি করি বল। তুমি যে আমাদের কথা কানেই তুলছ না ? দাঁড়ে হাতই দিচ্ছনা।

নাবিক— শুধু— দাঁড়েই কি নৌকা চলে ? আমার কথা মত যদি কাজ না কর, নৌকা এক পা-ও নড়বে না।

তুঙ্গবিদ্যা— তোমার কথা মতই তো কাজ করছি। তুমি যা বললে আমরা তাই করলেম, কিন্তু তোমার কথা যে আর ফুরায় না। বল শুনি তোমার এই কথাটাই বা কি ? আচ্ছা নেয়ে বটে।

নাবিক— তা আমার দোষ কি ? আমি ত আগে থাকতেই বলেছি আমার নৌকা ছোট, তোমাদের ভার কমিয়ে না ফেললে চলবে না। তোমরা তো তা শুনলে না ?

ললিতা— আমাদের ভার কমিয়ে ফেলতে হবে ? আমরা কিসে এত বেশী ভারি হলেম ?

নাবিক— কেন, তোমরা কি তা জাননা ? তোমাদের ভরা যৌবন, নিতম্ব, পায়োধর, সাজ সজ্জা,। আবার সবার সঙ্গেই দুধ দইয়ের পশরা এর কতক কতক না কমালে নৌকা ডুবে যাবে যে।

বিশাখা— কতক কতক কি কমাব আর কেমন করেই বা কমাব ?

নাবিক— কেন ? এর ত খুব সোজা উপায় আছে। — প্রথমে তোমাদের দুধ দই ভরা ভাঁড় গুলি গঙ্গায়ফেলে দাও-গঙ্গাজী খুসি হবেন। তার পর সবাই কার দেহের

যত কাপড় চোপড় আছে– সেগুলো খুলে গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দেও, আর সেই সঙ্গে ভাসিয়েদাও তোমাদের কুল, শীল, লজ্জা আর ভয়। আর রাত্তিরে মদন দেবের পূজো করবে বলে শপথ কর, বাস এই গুলি করলেই নৌকা তীরের মত চলবেখন। কেমন পারবে না ? মনে রেখো লজ্জা, কুল, শীল আর ভয় বিসর্জ্জন না দিলে আমি কাউকে পার করিনা।

ললিতা— ওহে রসিক নেয়ে, তুমি কি আমাদের যা তা পেলে নাকি, যে, যা ইচ্ছে তাই বলছ ? আমরা সব কুলের বৌ, রাজকুমারী সঙ্গে আছেন। তোমার এ সব রসিকতা এখানে কি চলে ? ও সব করতে হয় অন্য জায়গায়। তুমি যা বললে তা শুনাও পাপ। এখন মুখ বন্ধ করে ভাল মানুষের মত দাঁড় ধর— দেখি।

রাধা— এমন বেহায়া নেয়েও ত দেখিনি ! আজ কার– মুখ দেখে রাত পুইয়ে ছিল যে এসব পাপ কথা কানে শুনতে হল ! ঢের হয়েছে। ও ললিতে আমাদের না হয় ফিরিয়ে নিয়েই যাক– নেয়েকে বলেদে আমরা আর পারে যেতে চাইনে। ছি- ছি- ছি- যামুখে এল তাই বলে গেল।

নাবিক— তা আমি তোমাদের ভালর জন্যেই বলেছি। গঙ্গাজী খুসি না হলে কি নৌকা চলে ? তাতোমরা যদি না কর, দশ দিন, দশ রাত বসে থাকলেও নৌকা

চলবে না। তা'তে আমার না হয় একটু ক্ষতি হবে, কিন্তু তোমাদের যেকি হবে,তা তোমরা নিজেই ভেবে দ্যাখ।

তুঙ্গ— ওহে নেয়ে ! তোমার কথা ত আমরা বুঝলাম্। এখন রাজকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি তিনি কি বলেন !

নাবিক— হ্যাঁ হ্যাঁ— তা জিজ্ঞেস্ করে দ্যাখ।

(তুঙ্গবিদ্যা রাধার নিকটে গিয়া গোপনে মন্ত্রনা করিল)

তুঙ্গ —ওহে রসিক !এই আমরা দুধদইয়ের ভাঁড়গুলি আর গায়ের 'উওরী' গঙ্গায় ফেলে দিলাম খুসী হলেত? তথাকরণ

নাবিক— সুন্দরী সব ! এতে আমার খুসী হওয়ার কি আছে ? আমিত আমার খুসীর জন্য ঐ গুলি ফেলতে বলিনি। খুদী হবেন দেবতা ! আর দেবতা খুসি হলেই নৌকা চলবে।

ললিতা— তা তোমার দেবতা খুসিই হোক আর নাই হোক- যা ফেললাম তার উপর আর একটুও কেউ ফেলতে পারিনে। লজ্জা, কুল, শীল, ভয় কুলবতীর ধর্ম্ম। আমরা সেই সতী ধর্ম্ম কিছুতেই বিসর্জ্জন দিতে পারব না।

নাবিক— আর মদন দেবের পূজোটা ?

ললিতা—তাতে তোমার লাভ ?আমাদের খুসি হয় করবো না হয় না করব।

নাবিক— আমি তো আগেই বলেছি আমার লাভ ক্ষতির

জন্য এসব কথা বলিনি। মদন খুসী না হলে নৌকা চলবে না। তা সে পুজোত হবে— রাত্তিরে কুঞ্জে গিয়ে কিন্তু এখন তো এই গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তার সঙ্কল্পটা করতে হবে ? কি বল ?

বিশাখা— না- না- ও সব সঙ্কল্পের মধ্যে আমরা নেই। নেয়ের পো হাঁসি মস্করি রেখে নৌকা চালাবে কিনা বল দেখি। তোমার নেয়ে গিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে - দিতাম, কি বলব যে মাঝ গঙ্গায় পড়ে আছি।

নাবিক— তা বেশ ! আমি বসে পড়লেম (নৌকায় বসিয়া এক পাশে ভার দেওয়া মাত্র নৌকা কাৎ হইয়া ডুবি-বার মত হইলে রাধা বিশাখার হাত ধরিল)

বিশাখা— ওহে করকি করকি ? শেষে কি ডুবিয়ে মারবে- দোহাই তোমায় রক্ষা কর। একি নৌকায় যে জল - ভরে গেল।

নাবিক— তাত দেখতেই পাচ্ছ—এই জল ছেঁচেনা ফেল্‌লে নৌকা ত এখনই ডুবে যাবে এখন সবাই মিলে জলটা ছেঁচে ফেল। (গীত)

বিশাখা—

ওহে শ্যামর নাবিক রসিক বর।
কৈছন হৃদয় অনুবন্ধ তোহার॥
তুয়া বোলে গোরস গঙ্গা হি ডার।
আবরন বসন ফেকনু জলধার॥
অবপুণ কহসি সিঁচইতে নীর।
তরণী টলমল মোচিত্ত অধীর॥
হাম নিরাশ তুঁহু হাসি উতরোল।

চড়ি তুয়া নায় শুনলু কত বোল ॥
বিনতি করু অব উতারহু পার।
যো তুঁহু মাগব দেওব ব্রজনার ॥

নাবিক— হুঁ! যে যত দেয়, আমার তা জানতে বাকী নেই। সবই ফাঁকি দিয়েই পার হতে চায়, পারের কড়ি কেউ সঙ্গে নিয়ে আসেনা। তাপারের কথা হবে পরে—এখন নৌকা যে ডুবুডুবু, জল না ছেঁচলে এখনি ডুবে যাবে। (নৌকা কৌশলে দুলাইলেন)

বিশাখা— একি! নৌকা যে একেবারে কাৎ হয়ে গেল। ও নেয়ে! তোমার মতলবটা কি আমাদের ডুবিয়ে মারা? না হয় আমরা এক আধটু জলই ছেঁচিছ। ও ললিতে, ও তুঙ্গ আয়না যা পারি একটু জল ছেঁচি, নৈলে যে তরী ডোবে। (সব সখী জল ছেঁচিতে লাগিল রসিক! এখন হলত,মনের সাধ মিটেছেত ?আমাদের দিয়ে জল ফেলিয়ে তবে ছাড়লে!

নাবিক— হ্যাঁ! তোমরা ত ভারি জল ফেলেছ! যেমনজল তেমনিই আছে। রাজকুমারী আপনি ত চুপ— করে বসেই আছেন – তা হবেনা। আপনাকে ও জল ফেলতে হবে— তবে গিয়ে নৌকা চলবে।

(রাধার নিকট গিয়া আঁচল ধরে টান দিল)

রাধা— সই, সই! দেখ দেখ বেহায়া নেয়ের আস্পর্দ্ধাটা দেখ— আম্‌মার আঁচল ধরে টানছে। দ্যাখ নেয়ে আঁচল ছাড় বলছি, নৈলে তোমার নেয়ে গিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব। বেহায়ার হদ্দ দূর থেকে কথা বলা

যায়না, আঁচল ছাড় বলছি (জোরে টানিয়ালইলেন)

ললিতা— নেয়ে তোমার দুঃসাহসের বলিহারি যাই !— নেয়ে হয়ে রাজকুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করতে? তুমি কে ? — কার আঁচল ধরে টানছ, তা কি একেবারে ভুলেই গিয়েছ ? বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইছ ? লজ্জা করেনা, এদিকে সরে এস বলছি, সরে এস। (পাগড়ী ধরিয়া টানিল। পাগড়ী খসিয়াপড়িল মাথার চুড়াও ময়ুরপাখা দেখা গেল)

(সখীরা সব বিস্মিত হইয়া মুচ্ কি মুচ্ কি হেঁসে এ ওর পানে নয়ানের ইঙ্গিত করিতে লাগিল)

ও বিশাখা একি হল ? নেয়ের মাথার পাগড়ীর নীচে যে দেখছি নন্দনন্দনের ময়ুর পাখার চুড়া নেয়ে এ চূড়া কোথায় পেলে ?

বিশাখা— এ্যাঁ ! এযে অবাক্ করলে ভাই ! আচ্ছা দ্যাখত ওর বুকটা। ও নেয়ে তোমার বুকটা দেখাও দেখি। (জামা ধরিয়া টান দিয়া খুলিয়া ফেলিল ও কৌস্তভ দেখাগেল)

তুঙ্গ— হুঁ ! তাইত বলি নেয়ের এত বড় বুকের পাটা যে রাজকুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করে ? নাগরের মনে মনে এতটা ? নামটী রসিক। বাড়ী পিরীতি নগরে। রাধার পাধুয়ে জল মাথায় নেওয়া,নৌকা চলছেনা,তোমাদের ভারি গুলো হালকা কর খিদে পেয়েছে, খেতে দাও খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া, দেবতা খুসী করা, মদনপূজো

কত কি ? এত ঢং ও জান ? তা নাগরালীর চূড়ান্ত হয়েছে। আমাদের নিয়ে কি বাঁদর নাচ নাচালে। তা এই নেয়ে গিরি বিদ্যেটা আবার শিখলে কবে? আমরা তো জানি বিদ্যার মধ্যে তোমার চুরি বিদ্যারই খ্যাতি আছে।

ললিতা— কেন– পাধরা বিদ্যাটার খ্যাতি ও তো আছে ভাই।

কৃষ্ণ— জান— কি সুন্দরী ! সব বিদ্যাই এক আধটু শিখে রাখতে হয়। তা সব বিদ্যার মূলই হল তোমাদের রাজনন্দিনী ! ওঁকে দেখবার জন্যে যে প্রাণ সর্ব্বদাই আকুল হয়ে থাকে।

বিশাখা— তা চুরি বিদ্যেটাতে বেশ আয়ত্ত করেছ বটে গোপীদের ছানামাখন থেকে আরম্ভ করে, বস্ত্র শেষে মনটা পর্য্যন্ত চুরি করে নিয়েছ ! কিন্তু নেয়ে গিরিতে তোমার হাত পাকতে দেরী আছে।

কৃষ্ণ— কেন ?

বিশাখা— জান না কেন ? নৌকা চল্‌ল কই ? মাঝগঙ্গায় এসে একদম কাৎ।

কৃষ্ণ— যদি নৌকা চলতো তাহলে কি এই লীলা হোত ? মজাটা কেমন হল বল দেখি ? তোমাদের রাজনন্দিনী ত একেবারে চটেই লাল পায়ত মারে আরকি ?

ললিতা— তা আমরা যে এ পথে আসব তুমি জানলে কি করে।

কৃষ্ণ— বৃন্দা গিয়ে সব কথাই আমাকে বলেছিল।

রাধা— সই, তোমাদের নাগর রাজ কিন্তু একটা কাজ আজ বড্ড অন্যায় করেছেন।

কৃষ্ণ— অন্যায় করে থাকলে রাজনন্দিনী অপরাধী কে শাস্তি দিতে পারেন।

রাধা — ছিঃ! মনমোহন! আমারা তোমার দাসী, দাসীর পা ধরা কি উচিত ছিল।

কৃষ্ণ—প্রিয়ে তা ঐ চরণ বিনাআমার গতিই বাকি আছে?

রাধা— ছিঃ এমন কথা মুখে এনো না।

ললিতা— তা পাধরার অপরাধটা নাহয় নাই ধরলেম ওটা আগে থেকেই চলে আসছে কিনা? মাপই দিলাম কিন্তু এই যে জলে নেয়ে সেজে ধরা পড়লে? জলে ধরা পড়লে কি শাস্তি হয় জান ত?

কৃষ্ণ— খুব জানি। এখানে রাজনন্দিনী আছেন বিচারকরে যা দণ্ড দেবেন আমি তাই মাথা পেতে নেব।

রাধা— আবার দণ্ডের কথা কেন?

কৃষ্ণ— না প্রিয়ে! সবাই যখন বলছে আমি অপরাধী, তখন এস আমায় দণ্ড দেও—

দেহি খর নখর শর ঘাতং ঘটয় ভূজ বন্ধনং, জনয় রদ খণ্ডনং,
যেন বা ভবতি সুখজাতং॥

প্রিয়ে আমার অপরাধের যোগ্য দণ্ড হোক, নখ দিয়ে আমার দেহ চিরে দেও, বাহুর বন্ধনে আমাকে বাঁধ আর অধর দংশন করে ক্ষত বিক্ষত কর।

বিশাখা— ঐ দণ্ডটা বেশ মনের মতই হয়, কেমন তাই না ? ও দণ্ড তোমার এখনকার মত তোলা রইল, পরে সময় মত দেওয়া যাবে। এখন আমার একটা কথা রাখ। আমরা এসে ছিলাম বিকিকিনি করতে আর ভুতেশ্বর ভগবানের পুজো দিতে। তা বিকিকিনি করারত আর উপায় নেই। দুধদই সব ও গঙ্গায় গেল আর এখুনি ঘরে ফিরতে হবে কাজেই ভগবানের পূজোও করতে পারবো না। তাই বলছিলেম্— তুমি যদি আমাদের হয়ে শিব পূজোটা করে দাও, তবে তোমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করা যাবে। কেমন পারবে ত ?

কৃষ্ণ— এখানে শিব কোথায় যে পুজো করবো ? আর ফুলই বা কোথায়।

বিশাখা— এখানে শিবও আছে, ফুলও আছে, তোমার কি চোখনেই, দেখতে পাওনা ?

কৃষ্ণ— কৈ, আমিত কিছুই দেখছি না।

বিশাখা— তুমি কি কাঁনা ? হাঁা হাঁা তুমি ত কানাই বট। দেখতে পাচ্ছ না রাজনন্দিনীর বক্ষে যে যুগল শিব আছে। আর তোমার নিজের হাত ফুটিযে পদ্ম, তাও কি ভুলে গেলে।

রাধা— দূর হ পোড়ার মুখি। আপন স্বপন পরকে দেখাস্, এখন থাম্‌বি না গলা টিপে ধরবো।

কৃষ্ণ— তা বেশ আমি শিব পুজো করতে রাজি আছি।

(কৃষ্ণ রাধাকে ধরিতে উদ্যত,রাধা ললিতার পশ্চাতে যাইয়া লুকাইল)

রাধা— রক্ষা কর ললিতে এই কাল হরির হাত থেকে।

ললিতে— ভয় নেই সই ! ললিতা করিনীর কাছে ও কাল হরির কোন ভারিভুরি খাটবে না।

কৃষ্ণ— বটে তবে দেখি করিনীর বিক্রম !
(একদিকে ভার দিয়া নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া উপক্রম করায় সকলে আত্ম রক্ষার্থ নৌকা ধরিল সেই অবসরে কৃষ্ণ রাধাকে উঠাইয়া বাহু পাশে বন্ধন করিল)
কি করিনী ! খুব যে মাজা বেঁধে এসেছিলে, এখন কি হলো ?

বিশাখা— কি আবার হবে ? করিণী তা ইচ্ছে করেই হরির কাছে হেরে গেল. তাও বুঝ্‌তে পারনি ? তার এই হারের মধ্যে যে আনন্দ ! জিত্‌লে কি সে আনন্দ হ'ত ? তাযাক আমার কথা কিন্তু ঠিক ফলেছে বলেছিলাম শ্যাম ঘনের কোলে রাই বিজলী খেলবে, কেমন আম্মার কথা সত্যি হ'লত ? সই, এবার আমায় কি উপহার দিবি –দে !

কৃষ্ণ— সেটা আমিই দিব রাত্তিরে মদন পূজার সময় হবে এখন ?

তুঙ্গবিদ্যা— রসিক নেয়ে ! এখন নৌকা ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে চল মথুরা যাওয়ার ফল ত আমাদের এইখানেই মিলে গেল। (কৃষ্ণ নৌকা ফিরাইয়া তীরে লাগাইল)

(বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণ— ব্রজনব দম্পতীর জয় হোক।

বৃন্দা— যুগলকিশোরের জয় হোক।

কৃষ্ণ— (নৌকা হইতে নামিয়া) দেবী ! প্রণাম হই ! প্রণামের আগেই আশীর্ব্বাদ করলেন স্নেহের স্বভাবই যে এমনি ধারা ?

(সকলের নৌকা হইতে অবতরণ ও দেবীকে প্রণাম)

(বৃন্দা রাধাকৃষ্ণের হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে স্বরচিত বেদীতে বসাইলেন)

পৌর্ণ— বৃন্দে । তোমার মনের সাধ মিটেছে ত ?

বৃন্দা— দেবী কল্পলতার স্মরণ নিলে কি কখন নিরাশহয়ে ফিরতে হয় ?

পৌর্ণ— রাজনন্দিনী ! তোমার মনোবাঞ্ছা পুরেছে ত ?

রাধা— দেবী ! পৌর্ণমাসীর উদয় হওয়াতেই আজ রাই চকোরী কৃষ্ণচন্দ্রের লাবণ্য সুধাপান করে প্রাণেবাঁচল দাসী এ জন্য ঐ চরণে কৃতজ্ঞ থাকল।

পৌর্ণ— রসিকরাজ ! তোমার কি কিছু উপকার করতে পেরেছি তোমার নয়ন মনি সুখেরখনি রাইধনী কে— পেয়েছত ?

কৃষ্ণ— কি বলে মনের ভাব জানাবো দেবী ! আপনি অন্তর্যামিনী সবই জানেন। বিরহ ঝড়ে শ্যাম মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে ছিল হটাৎ যোগমায়া বর্ষার যোগহ'ল বলেই ত শ্যাম মেঘে রাই বিজলী হাঁস্‌লো !

পৌর্ণ— সখীগন ! তোমরা কি বলছো ?

সখীগন— আর আমরা কি বলবো দেবী ! কি ভাষায় আমাদের আনন্দ প্রকাশ করবো ? আমরা যেন চির-দিন এই আনন্দে ডুবে থাকি ।

বৃন্দা— দেবী ব্রজে যেন এমনি বর্ষা লেগেই থাকে, মেঘ বিজলী এমনিখেলে, আর চাঁদচকোরী এমনিই মেলে।

পৌর্ণ— তথাস্তু তা সবারই তো সব হ'ল ? বর্ষার ও তো কিছু চাই।এখন মেঘ বিজলীর খেলা আর চাঁদচকোরার মেলা দেখতে পেলেই বর্ষা পূর্ণিমার জীবন সফলহয়।

(বৃন্দা কৃষ্ণের হস্তে মূরলী দিল ও সখীগনের অঞ্চলে টাকা বাঁধিয়া দিল)

বৃন্দা— ললিতে বিশাখে তুঙ্গ —তোমরা বাড়ী গিয়ে বলো আজ মথুরায় পশরা বেচে এই টাকা লাভ হয়েছে ।

(যুগল মিলন)

আহা আজ বৃন্দার জীবন ধন্য। আজ এই অপূর্ব্বমিলন দেখে নয়ন মন সফল হল। ধন্য ধন্য দেবী যোগমায়া!

(গীত)

দুহুঁ তনু মিলল উপজল প্রেম।
মরকত যৈ ছন বেঢ়ল হেম ॥
রাই কানু মিলল আজি—
যেন মরকতে সোনা রইল সাজি
দুই তনু মিলল আজি
মরকত যৈ ছন বেঢ়ল হেম ॥
কমলে মধুপ যেন পাওয়ল সঙ্গ ।
জলদে বিজুরি কিবা বাঢ়ল তরঙ্গ ॥
সঙ্গ পেয়েছে,

ভ্রমর আজি সঙ্গ পেয়েছে।
কৃষ্ণরূপী ভ্রমর আজ রাই কমলের সঙ্গ পেয়েছে।
বিজলী খেলল,
মেঘে আজি বিজলী খেল্‌ল
(কৃষ্ণরূপী মেঘে আজি রাই বিজলী খেলিয়ে যায়)
জলদে বিজুরী জনু বাঢ়ল তরঙ্গ ॥
বেঢ়ল কনকলতা কিয়ে তমাল।
সদা বিরাজ যুগলবিহারী লাল ॥
আজি বেড়ে ধরেছে,
কনক লতা তমালে বেড়ে ধরেছে
বিরাজ করুন,
যুগলবিহারি বিরাজ করুন।
এমনি এমনি এমনি ভাবে যুগল বিহারি বিরাজ করুন,
নয়ন মন সফল করি,
যুগল মিলন নিতুই দেখে নয়ন মন সফল করি
পুরল সবার মনস্কাম, জয় রাধে জয় শ্যাম।
জয় রাধে জয় শ্যাম।
জয় রাধে জয় শ্যাম।
জয় রাধে জয় শ্যাম।

যবনিকাপতন

ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন মধ্যে গিরিগোবর্দ্ধন।
তাঁর চরনাম্বুজে মানসী গঙ্গা সুশোভন ॥
পশ্চিম তটে শোভে মহাদেব চকলেশ্বর।
তথা বিরাজেন বিগ্রহ নিতাই বিশ্বম্ভর ॥
তাঁদের সেবায় মগ্ন **মনোহর** নিশিদিন।
জীবনের সার ব্রত গুরু বৈষ্ণব সেবন ॥
হৃদয়ে ধারন করি যুগলচরণ তাঁর।
রাধামোহন রচনা করে তরণী বিহার ॥

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	মুই	আমি
২	আনন্দ	আনন্দে
৩	ম্লা	ম্লা
,,	মুর্তি	মুর্ত্তি
,,	তোমার	তোমায়
,,	কিশোর	বিশেষ
৪	তোমরে	তোমারে
৬	জর্টিলা	জটিলা
১০	বন্ধ	বন্ধ
১১	এখনই	এখুনি
১২	লক্ষ্মী	লক্ষ্মীর
১৮	বলে	বল
,,	সন্ধান	সন্ধান
১৯	দেবীঃ	দেবী
,,	বল বল	বলুন বলুন
,,	দূঃখ	দুখু
,,	তুমি পার	আপনিত পারেন
২৩	কথা	কোথা
৪৫	তখনী	তখন
৪৬	বিজল	বিজ্‌লী
৪৬	এসেছে	এসেছ
৫১	চছোল	চালছো
,,	ফল	সফল
৫২	ছাঁ	ছ্যাঁ
,,	ভরি	ভারি
,,	কথটা	কথাটা
৬৬	আচল	আঁচল
৬৮	করো	করে
৭০	আরে	আর

তরণী বিহার

—তিন অঙ্ক নাটক—

রচয়িতা——বৈষ্ণব দাসানুদাস——
শ্রীরাধামোহন দাস

শ্রীগোপাল দাস ক্যা ব্যাক রণতীর্থ বিদ্যারত্ন
কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত

শ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বহু বল্লভ গোস্বামী কবিরত্ন
কর্ত্তৃক সংশোধিত।

ছয় আনা

নিম্নলিখিত— নাটকাবলি মুদ্রনের

সম্ভাবনা

মিলন	কালীয়দমন
দামোদর	স্মরণ
কুরুক্ষেত্র মিলন	বসন্তোৎসব
প্রেমের ঠাকুর	বারাঙ্গনা উদ্ধার

প্রাপ্তিস্থান— কালা বাবু কুঞ্জ, বংশীবট- বৃন্দাবন।

শ্রীমতি গিরিবালা দাসীর অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত—

মুদ্রক— শ্রীরাধাপদ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ প্রেস বৃন্দাবন।